

গীতগোবিন্দ

(মূল ও তাহার পঞ্চ অনুবাদ)

শ্রীযুক্ত মহারাজা বীর মিত্রোদয় সিংহদেব ঋক্ষনিধি

(ফিউডেটরী চিফ, সোনপুর)

মহোদয়ের আদেশে—

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কর্তৃক ভাষান্তরিত

১৩২১

মূল্য ১০

প্রিন্টার—শ্রীবিহারিলাল নাথ, ,
এম্বালেন্ড্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১২নং সিমলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা ।

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট, কলিকাতা ।



গ্রন্থানুক্রমণী

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার			/০...০/০
কবিকৃত মুখবন্ধ			
মেঘমৈত্রী	১
বাগ্‌দেবতা	}	...	২ ... ৩
যদি হরিশ্চন্দ্র			
বাচঃ পল্লবয়তি			
মঙ্গলাচরণ			
প্রলয়গয়োধিজলে (১)	৪
শ্রিতকমলাকুচ (২)	১০
প্রথম সর্গ			
ললিতলবঙ্গলতা (৩)	১৪
চন্দন-চর্চিত (৪)	২০
দ্বিতীয় সর্গ			
সঞ্চরনধরসুধা (৫)	২৬
নিভতনিকুঞ্জগৃহম্ (৬)	৩০
তৃতীয় সর্গ			
মামিষং চলিতা (৭)	৩৮
চতুর্থ সর্গ			
নিব্ধতি চন্দনম্ (৮)	৪৪
স্তনবিনিহত (৯)	৪৮

পঞ্চম সর্গ

বহতি মলয় সমীপে (১০) ৫৪

রতিস্থখসারে (১১) ৫৬

ষষ্ঠ সর্গ

পশ্চাতি দিশি দিশি ১২ ৬৪

সপ্তম সর্গ

কথিত সময়েহপি (১৩) ৭০

স্বরসমরোচিত (১৪) ৭৬

সমুদিতমদনে (১৫) ৭৮

অনিল তরল (১৬) ৮৪

অষ্টম সর্গ

রঞ্জনজনিত (১৭) ৮৮

নবম সর্গ

হরিরভিসরতি (১৮) ৯৪

দশম সর্গ

বদসি যদি কিঞ্চিদপি (১৯) ৯৮

একাদশ সর্গ

বিরচিতচাটুবচন (২০) ১১০

মঞ্জুর কুঞ্জতল (২১) ১১৬

রাধাবদনবিলোকন (২২) ১২০

দ্বাদশ সর্গ

কিসলয়শয়নতলে (২৩) ১২৮

কুরু বহনন্দন (২৪) ১৩৬

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ।

কবি জয়দেব, গোবিন্দ-লীলা বর্ণনা করিয়া “গীত” রচনা করিয়া-
ছিলেন। কাব্যের নাম “গীতগোবিন্দ”, এবং মুখবন্ধের একটি শ্লোকে
ও কাব্যের স্বরূপ বর্ণনায়, “মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী”র কথা উল্লিখিত
আছে। পদাবলী কথাটা, নবম শতাব্দী এবং তৎপরবর্তী সময়ের
“নববৈষ্ণব” ধর্মের সাহিত্যে, গীত বা গান অর্থেই প্রচলিত। এ কথা
লইয়া বিচার করিবার একটা সার্থকতা আছে। বিচার্য এই যে,
“গীতগোবিন্দ”—এ যে ২৪টি গান আছে, কেবল উহাই কবির রচনা,
না—সর্গভঙ্গ এবং প্রারম্ভের অতিরিক্ত অক্ষর-ছন্দে রচিত শ্লোকগুলিও
তাহার রচনা। মুখবন্ধের তৃতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, কাব্যখানি
মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীর সমষ্টি।

২৪টি গানই পদাবলী; উহা মাত্রা-ছন্দে রচিত সুরতালযুক্ত গান।
সেইগুলিই কেবল লালিত্যে প্রসিক্তি লাভ করিয়াছে। অগ্র শ্লোকগুলি
অক্ষর-ছন্দে রচিত; সেগুলি পদাবলী বা গান নহে। আরম্ভস্থচক
অনেক কবিতা, এবং সর্গভঙ্গের শ্লোকগুলি ললিত বা সরস বলিতে পারি
না। পাঠকেরা তাহার দৃষ্টান্ত পাইবেন। “আত্মোৎসঙ্গ বসৎ ভুজঙ্গ”
প্রভৃতিতে যথেষ্ট সাপের বিষ আছে; এবং অনেক শ্লোকেই বিরহী-
বিরহিণী ছাড়া, পাঠক-পাঠিকারও “কর্ণজ্বর” জন্মে।

কাজেই সন্দেহ হয়, যে কি জানি কোন জয়দেবের শিষ্য, গীতগুলিকে
অথগু ভাবে একখানি “খণ্ডকাব্য” বা মহাকাব্য করিয়া গড়িয়া তুলিবার
ইচ্ছায়, গানগুলির প্রথমে ও শেষে অনেক শ্লোক রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

কবি জয়দেব যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, তাহা তাঁহার মুখবন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকেই সুস্পষ্ট। অমুক চক্রবর্তী বলিলে বঙ্গদেশের নামকরণের

বিশেষত্বই লক্ষিত হয়। তাঁহার জন্মস্থান কেন্দুবিল (৭ম গীত, ৮ম পাদ), বীরভূম জেলার অজয় নদীর তীরের ‘কেঁহুলি’ গ্রাম বলিয়া বঙ্গদেশে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। বিরোধী মতের প্রবর্তক গ্রিয়ার্সন, নিজের মতের পোষকতার কোন প্রমাণ দেন নাই। একরূপ স্থলে বঙ্গদেশের ঐতিহ্যটি অস্বীকার করা চলে না। এখনও কেঁহুলিতে জয়দেবের নামে বার্ষিক উৎসব হইয়া থাকে। গ্রন্থ-শেষের পরিচয় শ্লোকটি, এবং তৎপূর্ববর্তী আশ্বগৌরবের শ্লোকটি (“সাক্ষী সাক্ষীক” প্রভৃতি এবং “শ্রীভোজদেব” প্রভৃতি) স্মরণে নহে। শেষটিতে উল্লিখিত হইয়াছে, যে কবির পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম বামা দেবী।

কবির পত্নীর হয়-স্ত দুইটি নাম ছিল,—এক পদ্মাবতী, যাহা মুখবন্ধের ২য় শ্লোকে এবং অন্ত্যান্ত গীতে পাই; এবং অপর নাম রোহিণী, যাহা কেবল ৭ম গীতে পাই। কেহ কেহ বলেন, যে কবির দুইটি পত্নী ছিল। সে কথার বিচারে কোন লাভ নাই।

কবির নিজের সমকালীন অন্ত কবিদের কথার যে শ্লোকটি পাই, তাহা কুরচিত এবং কর্কশ হইলেও, উহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। শ্লোকটিতে চারিজন কবির নাম পাওয়া যায়, যথা :—উমাপতি ধর, শরণ ভট্ট, গোবর্দ্ধন আচার্য্য এবং ধোয়ী কবিরাজ। উহার রাজা লক্ষণ সেনের সভাসদ ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই প্রবাদটি ঐতিহাসিক ভিত্তিতে স্থাপিত বলিয়াই বিশ্বাস হয়। কারণ লক্ষণ সেনের সময়ের উৎকীর্ণ লিপিতে কবি উমাপতি-ধর-রচিত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কবি উমাপতি ধর যে রাজা লক্ষণ সেনের মন্ত্রিবর্গের মধ্যে একজন ছিলেন, ইহারও কিঞ্চিৎ প্রমাণ আছে। উৎকীর্ণ লিপিতে যেমন উমাপতি “সন্ধিবিগ্রহিক” বলিয়া উল্লিখিত, অন্ত সাহিত্যেও তাঁহার সম্বন্ধে সেইরূপ উল্লেখ আছে। “মুগ্ধরী” পত্রিকায় যখন “গীতগোবিন্দ”-এর অনুবাদ প্রকাশ করিতেছিলাম, তখন ভক্ত বৈষ্ণব

অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় আমার অনুবাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া উমাপতি এবং শরণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (“মৃগায়ী”, শ্রাবণ, ১৩১৭)। ঐ প্রবন্ধে অবগত হইলাম যে, “শ্রীমদ্ভাগবত”-এর “বৈষ্ণব-তোষিলী” টীকায় উমাপতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—“শ্রীজয়দেব-সহচরণ মহারাজ-লক্ষণ-সেন-মন্ত্রিবরেণ উমাপতিধরেণ” ইত্যাদি। এই টীকার কথা যখন প্রাচীন খোদিত লিপি এবং “গীতগোবিন্দ”-এর মুখবন্ধের চতুর্থ শ্লোকের সহিত মিলিতেছে, তখন উমাপতি ধরকে কবি জয়দেবের সহচর এবং মহারাজ লক্ষণ সেনের একজন মন্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়।

কবি জয়দেব উমাপতি ধরের রচনার প্রশংসা করেন নাই; বরং তাঁহার রচনা পদপল্লবে ভূষিত বা শব্দের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ বলিয়াছেন। প্রত্নশিল্পের মন্দিরের প্রশস্তিতে এবং শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধে উমাপতি ধরের যে রচনার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে জয়দেবের কথাই সমর্থিত হয়। চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধে ইহাও অবগত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী নামক একজন পণ্ডিত একখানি প্রাচীন পদ্ম-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন; এবং উহাতে উমাপতি ধর, শরণ ভট্ট এবং গোবর্দ্ধন আচার্যের অনেক কবিতা যোজিত আছে।

গোবর্দ্ধন আচার্যের “অর্থ্যা-সপ্তশতী”র ৩৮ শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, কবির পিতার নাম নীলাদ্রর আচার্য ছিল; এবং ৩৯ শ্লোক পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, কবি “সেনকুলতিলকভূপতি”র সভাসদ ছিলেন। * এ সকল মিল দেখিয়া কবি জয়দেবকে লক্ষণ সেনের সময়ে প্রাচ্যভূত বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

* উৎকীর্ণ লিপিতে সেনরাজাদিগের আদি পুরুষ যে “চন্দ্র”-এর নাম পাওয়া যায়, এখানে তাঁহার নামও উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রুতিধর ধোয়ী কবিরাজ হয়ত রাজসভায় প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনার যে পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে বড় কবি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার “পবনদূত” কাব্য একবার পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু সন্ধান করিয়া আর পাইলাম না। হয়ত বা “সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায়” মুদ্রিত দেখিয়াছিলাম।

যে লক্ষ্মণ সেন উল্লিখিত কবিগণ এবং স্মার্ত পণ্ডিত প্রসিদ্ধ হল্যুথের প্রতিপালক ছিলেন, তিনি লক্ষ্মণ-সংবৎসরের প্রবর্তক। এই অঙ্কটি ১১১৯ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত বলিয়া অনুমিত হয় (বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্র, ১৮৭৭ সাল, বুলার-সম্পাদিত অতিরিক্ত সংখ্যা)।

তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি যে, বঙ্গদেশে বক্তৃত্যার থিলিজির প্রভাব বিস্তৃত হইবার প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে কবি জয়দেব প্রাহুভূত হইয়াছিলেন।

অনুবাদকের মন্তব্য।

সমস্ত “গীতগোবিন্দ”-খানিতে যত শ্লোক আছে, আমি তাহার সকল গুলিরই অনুবাদ করিয়াছি; যদিও আমার বিশ্বাস যে, কেবল গীত কয়েকটিই জয়দেবের রচনা। “গীতগোবিন্দ”-এর স্তম্ভুর গানগুলি যে অনার্যাসে মূলের অনুরূপ ছন্দে ও সুরে অনুবাদ করা চলে, তাহা পাঠকেরা আমার অনুবাদে দেখিতে পাইবেন। যে কোমল-কান্ত পদযোজনায় গীতগুলির অপূর্ণ মাধুরী, সে পদযোজনাও যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সংস্কৃতের ছন্দ ও সুর বজায় রাখিয়াছি বলিয়া হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে পড়িবার প্রয়োজন হইবে না। যুক্তাক্ষরে দীর্ঘ উচ্চারণ রাখিয়া সাধারণ বাঙ্গলা ছন্দপাঠের নিয়মে পড়িলেই মূলের ছন্দ ধ্বনিত হইবে।

মূল “গীতগোবিন্দ”-এর স্তম্ভুর গীতিগুলিই মূলের মাত্রা-ছন্দে অনুবাদ

করিয়াছি। কিন্তু ভূমিকার অংশ এবং সর্গভঙ্গের অক্ষর-ছন্দে রচিত শ্লোকগুলি গান নহে বলিয়া সাধারণ পড়েই ঐ গুলির অনুবাদ করিয়াছি।

ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট “রাধামাধবয়োঃ”, “রহঃকেলয়ঃ” অতি পবিত্র। কিন্তু একে এ কালের সকল পাঠকপাঠিকা ভক্ত বৈষ্ণব নহেন, তাহারা উপর আবার ভাল অর্থ গ্রহণ করিতে গেলেও যে সকল শব্দ এবং ভাব ঘাঁটিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, সে গুলি প্রাচীন আলঙ্কারিক-দের মতেও যখন বীড়াব্যঞ্জক, তখন এ কালের অনুবাদে কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের প্রয়োজন। এইরূপ কচিং পরিবর্তন ভিন্ন আমার অনুবাদে সর্বত্রই মূলটি অক্ষুণ্ণ আছে। আমার অনুবাদ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়; এবং পরে ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী-সম্পাদিত “মৃগায়ী” পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ভক্ত জগৎহরি প্রণীত “সারদীপিকা”, বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত “বাল-বোধিনী”, নারায়ণ-রচিত “প্রত্নোতনিকা” এবং মিথিলার কৃষ্ণদত্ত-বিরচিত “গঙ্গা”,—এই চারিখানি “গীতগোবিন্দ”-এর প্রসিদ্ধ টীকা। “গঙ্গা” নামক টীকায় কৃষ্ণদত্ত “গীতগোবিন্দ”কে শৈবপক্ষে নূতন ব্যাখ্যা করিয়া অযথা বাহ্যজুরি করিয়াছেন এবং পুঁথি বাড়াইয়াছেন। আশা করি, আমার অনুবাদ পড়িলে কোন টীকার প্রয়োজন হইবে না।



গীতগোবিন্দ ।

মুখবন্ধ ।

মেঘৈর্মেঘরমস্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালক্রমৈ
নক্ত্রং ভীরুরয়ং হমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয় ।
ইত্থং নন্দনিদেশতচ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জক্রমং
রাধামাধবয়োজয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ । ১ ।

জলদে স্নিগ্ধ গগন ; আবরি'

অঁধারে কানন তমালের,

এল রাতি ; রাধে, ভীকু অতি হরি ;

সাথে যাও ঘরে গোপালের ।

ননের এই নিদেশে ছ'জনে

পথঝাঝে—কূলে যমুনার—

তরু-নিকুঞ্জে বিহরে বিজনে ।

করি জয়গান সে লীলার । ১

বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্বা
 পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী ।
 শ্রীবাহুদেবরতিকেলিকথাসমেতম্
 এতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধং । ২ ।

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
 যদি বিলাসকলাশু কুতুহলং ।
 মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীং
 শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীং । ৩

বাচঃ পল্লবয়তুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিঃ গিরাং
 জানীতে জয়দেবএব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুর্লভদ্রুতে ।
 শৃঙ্গারোত্তরসংপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
 স্পর্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী-কবি-স্বাপতিঃ । ৪ ।

বাগ্‌দেব-চরিতে চিত্তিত চিত্ত যার,—
চক্রবর্তী, পদ্মাবতী-চরণ-সেবার,
সেই জয়দেব নামে কবি-বিরচিত
বাসুদেব-রতি-কৈলি-কথায়ুত গীত । ২

হরির স্মরণে যদি রসে ভরে চিত্ত,
বিলাস-কলায় যদি কুতূহল নিত্য,
শুন তবে সবে কবি জয়দেব-রচিত
পদাবলী—সুমধুর, কমনীয়, ললিত । ৩

সাজাতে কবিতা পদ, পল্লবি' বচনে,
ধরে উমাপতি ধর ক্ষমতা ;
মানি বটে, দ্রুত আর সুহৃৎ রচনে
নাহি কারো শরণের সমতা ;
আদিরসে গোবর্দ্ধন আচার্য্য সম কে ?
রাজকবি ধোয়ী, শ্রুতিধর হে !
জানে একা জয়দেব, ভাবে, পদ-চমকে,
কাব্য রচিতে ; কবির সে । ৪

গীতম্ । ১ ।

মালবগোড়রাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে ।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং

বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং ।

কেশব ধৃতমীনশরীর । ১ ।

জয় জগদীশ হরে । ৫৮৮

ক্ৰিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে

ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে ।

কেশব ধৃতকূৰ্মশরীর । ২ ।

জয় জগদীশ হরে ।

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না

শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।

কেশব ধৃতশুকররূপ । ৩ ।

জয় জগদীশ হরে ।

মঙ্গলাচরণ ।

প্রথম গীতি *

(মালব গোড় রাগ, রূপক তাল)

প্রলয়ে নিমজ্জিত বেদ তুমি তুলিলে

অবতরি সিদ্ধুর সলিলে,—

মীনরূপে তরী করি শরীরে । ১

জয় জয় জগদীশ হরি হে ।

ক্ষিতি সুবিপুল অতি বহিয়া বলিষ্ঠ !

কিণ-জালে অঙ্কিলে পৃষ্ঠ ;

কূর্ম্ম-শরীর যবে ধরিলে । ২

জয় জয় জগদীশ হরি হে ।

দশন-শিখরে তব ধরনীটি লগ্ন,—

কলঙ্ক চাঁদে ঘেন মগ্ন ;

শুকরের রূপ প্রভু ধরিলে । ৩

জয় জয় জগদীশ হরি হে ।

* মূলের সঙ্গে মিলাইয়া কোন কোন পদে মাত্রা অল্প দৃষ্ট হইবে ; কিন্তু চন্দ ও মূর মিলাইলে দেখিতে পাইবেন যে, অনুবাদে মূল মূর রক্ষিত হইয়াছে। মূলের ছন্দ এইরূপ :—

প্রলয়-গয়ে ধি-জর্মে ধৃতবানসি বেদং

বিহিত-বহিজ-চরিত্রমথেনং ।

কেশব-ধৃত-মীন-শরীর ।

ধূম্রা—

জয় জগদীশ হরে ।

তব করকমলবরে নখমদ্বুতশৃঙ্গং
 দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং
 কেশব ধ্বতনরহরিরূপ । ৪ ।

জয় জগদীশ হরে ।

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্বুতবামন
 পদনখনীরজনিতজনপাবন ।
 কেশব ধ্বতবামনরূপ । ৫ ।

জয় জগদীশ হরে ।

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
 স্পয়সি পয়সি শমিতভবতাপং ।
 কেশব ধ্বতভৃগুপতিরূপ । ৬ ।

জয় জগদীশ হরে ।

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
 দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং
 কেশব ধ্বতরামশরীর । ৭ ।

জয় জগদীশ হরে ।

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
 হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং ।
 কেশব ধ্বতহলধররূপ । ৮ ।

জয় জগদীশ হরে ।

শ্রীকর-কমলে নথ সমুদিল তীক্ষ্ণ ;
 দলিলে হিরণ্যকশিপু-তনু-ভৃঙ্গ ;
 হরিহর-রূপ প্রভু ধরিলে । ৪
 জয় জয় জগদীশ হরি হে ।

ছলিলে বলিকে পদ প্রসারি' বিচিত্র ;
 পদ-নথ-নীরে হ'ল জগত পবিত্র ।
 ধরিলে বামনরূপ মরি রে । ৫
 জয় জয় জগদীশ হরি হে ।

কুত্রিয়-রুধিরেতে স্নাত করি অবনী,
 প্রশমিলে পাপ-তাপ অমনি ;
 ভৃগুপতি-রূপ যবে ধরিলে । ৬
 জয় জয় জগদীশ হরি হে ।

দশদিক্‌পালগণে দিলে উপহরিয়া,
 দশানন-শির বলি করিয়া,—
 শ্রীরাম-রূপেতে অবতরিষে । ৭
 জয় জয় জগদীশ হরি হে ।

জলদাত বাস তব হৃবিশদ অঙ্গে,—
 মিলিত যমুনা যেন হলের আতঙ্কে !
 হলধর-রূপ প্রভু ধরিলে । ৮
 জয় জয় জগদীশ হরি হে ।

ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ।

ନିନ୍ଦାସି ଷଞ୍ଜବିଧେରହ ଶ୍ରୀତିଜାତଂ
 ସଦୟ ହୃଦୟଦର୍ଶିତପଞ୍ଚସାତଂ ।
 କେଶବ ସ୍ଵତବୁଦ୍ଧଶରୀର । ୯ ।
 ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ।

ସ୍ନେହନିବହନିଧନେ କଳୟାସି କରବାଳଂ ।
 ସ୍ଵମକେତୁମିବ କିମପି କରାଳଂ
 କେଶବ ସ୍ଵତକଳ୍ପକ୍ଷିଣୀର । ୧୦ ।
 ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ।

ଜୟଦେବକବେରିଦମୁଦିତମୁଦାରଂ
 ଶୃଂଖୁ ସୁଧଦଂ ଶୁଭଦଂ ଭବସାରଂ ।
 କେଶବ ସ୍ଵତଦଶବିଧରୂପ । ୧୧ ।
 ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ

ବେଦାନୁକ୍ଷରତେ ଜଗନ୍ତି ବହତେ ଭୂଗୋଳମୁଦ୍ଧିଭ୍ରତେ
 ଦୈତ୍ୟଂ ଦାରୟତେ ବଳିଂ ଛଳୟତେ ଶ୍ଵତ୍ରାନ୍ୟଂ କୁର୍ବତେ ।
 ମୌଳନ୍ତ୍ୟଂ ଜୟତେ ହଳଂ କଳୟତେ କାରୁଣ୍ୟମାତସ୍ତେ,
 ସ୍ନେହାନ୍ ମୁଚ୍ଛର୍ଯତେ ଦଶାକ୍ତିକୃତେ କ୍ଷୟାୟ ତୁଭ୍ୟଂ ନମଃ ॥୧॥

নিম্নিলে যজ্ঞের বিধি বেদ-কথিত,
সদয় হৃদয় যবে পশু-ঘাতে ব্যধিত ।
বুদ্ধ-শরীর হরি ধরিলে । ৯
জয় জয় জগদীশ হরি হে ।

শ্লেচ্ছ-নিবহ-নাশে অসি হাতে যুঝিলে ;
ভীম ধূমকেতু সম উদিলে ;
কঙ্কি-শরীর যবে ধরিলে । ১০
জয় জয় জগদীশ হরি হে ।

শুন, ভবে সার কথা জয়দেব-রচিত—
সুখদ শুভদ দেব-চরিত ।
হে কেশব দশরূপ ধরিলে । ১১
জয় জয় জগদীশ হরি হে ।

বেদ-উদ্ধারকারী তুমি ত্রিভুবনধারী
বিপুল ভূগোল তুমি তুলিলে ।
চিরি দৈত্যে বিনাশিলে ; বলিকে ছলিয়াছিলে ;
ক্ষত্রিয়-কুল-ক্ষয় করিলে ।
দশানন-জয়কারী ; তুমি দেব হলধারী ;
করুণা বিতরি' দিলে স্নগতি ।
করিয়াছ শ্লেচ্ছ-অরি সমরে সংহার, হরি !
লহ দশরূপধারী, প্রণতি । ১২

* এই শ্লোকটি (স্তুতির উপসংহার) অক্ষরছন্দে বলিয়া বাঙ্গলা কবিতার সাধারণ ধরণে অনুবাদ করিলাম ।

গীতগোবিন্দ ।

গীতম্ । ২ ।

শ্রীজয়ীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে ।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিতললিতবনমাল । ১ ।

জয় জয়, দেব হরে ॥ প্রথম

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিমানসচরহংস ! ২ ।

জয় জয়, দেব হরে ॥

কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিনদিনেশ । ৩ ।

জয় জয়, দেব হরে ॥

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুলকেলিনিদান । ৪ ।

জয় জয়, দেব হরে ॥

অমলকমলদললোচন ভবমোচন
ত্রিভুবনভবননিধান । ৫ ।

জয় জয়, দেব হরে ॥

দ্বিতীয় গীতি ।

(শুক্লরী রাগ, নিঃসার তাল)

স্থিত কমলার কুচে, নর্মে ;
কুণ্ডল কর্ণে ;
গলে দোলে বনমালা নবীনা । ১

ধূয়া—জয় দেব হরি তব গরিমা ।

ওগো তুমি দিনমণি-মণ্ডন,
ভব-বাধা খণ্ডন,
মুনির মানস-সরে হংস । ২

হে কালিয়-বিষধর-গজ্ঞন,
ওগো জন-রঞ্জন,
করিলে উজল যদুবংশ ! ৩

মধু, মুর, নরকাদি জেতা হে,
“ ঋগপতি নেতা হে,
স্বরকূলে কেলি তব প্রসাদে । ৪

কমল-ভুলনা তব চক্ষে,
গতি তুমি মোক্ষে,
ত্রিভুবনজাত তব শ্রীপাদে । ৫

জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ
সমরশামিতদশকণ্ঠ । ৬ ।
জয় জয়, দেব হরে ॥

অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর । ৭ ।
জয় জয়, দেব হরে ॥

উবচরণে প্রণতা বয়মিতিভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু । ৮ ।
জয় জয়, দেব হরে ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জলগীতি । ৯ ।
জয় জয়, দেব হরে ॥

শ্রামতনু, জানকী-ভূষণ গো ;
নাশিলে দূষণ গো !
সমরে বধিলে দশকণ্ঠে । ৬

নবজলধরসম সুন্দর,
ধর গিরি মন্দর !
হে চকোর, শ্রীবদন-চন্দ্রে । ৭*

প্রণতি করিগো তব চরণে,
লহ লহ শরণে !
প্রণতে কুশল কর, চাহিয়া । ৮

হবে সবে ভবে অতি সুখিত,
জয়দেব রচিত
মঙ্গলময় গীতি গাহিয়া । ৯

* শেষ ছন্দে “শ্রীমুগচন্দ্র-চকোর” পাঠ অধিক প্রচলিত । কিন্তু উহাতে অস্তান্ত
ছত্রের মত শেষে ‘মিল’ থাকে না । আমি এখানে মূল “সারদীপিকা”-দ্রুত পাঠই
অবলম্বন করিয়াছি । “শ্রীপরিবৃত্তমুখচন্দ্র” এইরূপ অস্ত পাঠও পাওয়া যায় ; কিন্তু ৮ম
এবং ৯মএর শেষ কথারও মিল নাই বলিয়া [এবং উহার পাঠান্তর দুই হইল না
বলিয়া] কোন পরিবর্তন করিলাম না ।

পদ্মাপয়োধরতটীপরিবস্তলয়
 কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনশ্চ ।
 ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গথেদ
 শ্বেদান্মুপূরমন্মুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ । ১

প্রথমঃ সর্গঃ ।

বসন্তে বাসন্তীকুশুমন্মুকুমারৈরবয়বৈ-
 ভ্রমন্তীং কাস্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাং ।
 অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিতচিস্তাকুলতয়া
 বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমুচে সহচরী । ১ ।

গীতম্ । ৩ ।

বসন্তুরাগবতিতালাভ্যাং গীয়তে ।

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে
 মধুকরনিকরকরশ্চিতকোকিলকুজিতকুঞ্জকুটীরে । :

পদ্মার পয়োধর বক্ষেতে চাপিয়া—
 কুচ-কুঙ্কুম-দাগ বুকে গেছে লাগিয়া ।
 অনঙ্গ-খেদে শ্বেদ-বারি তাহে বলিল ;
 চিত-অনুরাগ তার যেন কুটে পড়িল ।
 ঐহিরির সেই বুক, বিতরিয়ে করুণা,
 ভক্ত-বাসনা যত পুরাইবে অধুনা । ১
 ইতি বন্দনা দ্বারা মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত

প্রথম সর্গ ।

বা সামোদ দামোদর ।

বাসন্ত কুঙ্কুম সম সুকুমারী রাধিকা,
 বসন্তে কাননে কৃষ্ণে অনুরাগি, অধিকা
 হইল কাতরা ; প্রেম-জ্বরে তনু দহিল ।
 সরস বচনে তারে সহচরী কহিল । * ১

তৃতীয় গীতি ।

(বসন্তরাগ, যতি তাল)

লবঙ্গের সুললিত লতিকার দোলনে,
 কোমলতা রাজে যথা সমীপে,—
 যথা অলি-গুঞ্জন কোকিলের কাকলি,
 মুখরিত কুঞ্জের কুটারে ;—১ ।

* এই অধ্যায়ের আরম্ভের সূচনা-শ্লোক, ভূমিকার আরম্ভের সূচনার বিরোধী ।
 এই স্থান হইতে গীতগোবিন্দের আরম্ভ ।

বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে
 নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্ত দুঃসন্তে । প্রবম্

উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে
 অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে । ২ ।

মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে ।
 যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে । ৩ ।

মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে
 মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণবিলাসে । ৪

বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে
 বিরহিনিকুস্তনকুস্তমুখাকৃতিকেতকিদম্বরিতাশে । ৫ ।

ধূয়া*— নাচিছেন হরি তথা সরস বসন্তে
লুইয়া যুবতীগণে অতি পুলকিত মনে ।
অধীর বিরহী জন সে ঋতু হরন্তে ।

মদনেতে উন্মদা পথিক-বধুরা সদা
কাঁদে গো ।
অলিকুল-সকুল হইল বকুল কুল,
রাধে গো । ২

মৃগমদ-সৌরভে, নবদল-মালা শোভে
তমাণে ।
কিংকরক বিকশিত, আজি যুব-জন-চিত
মজাণে । ৩

স্বর রাজা, বকুল যে তাঁর হেমদণ্ড ;
অলিযুত পাটলীটি, তুণীর প্রচণ্ড ।
হেরি সবাকার আজি লাজ গেছে টুটিয়া,
তরুণ পাদপ হাসে, নব ফুলে ফুটিয়া । ৪

কুস্তুর† মত ওই, দস্তুর কেতকী,
বিরহিণী-চিত ভেদ করে, সখী ! এত কি । ৫

* ধূয়াগুলি সর্বত্রই মূল গানের ছন্দের অনুরূপ নহে ; কিন্তু হুরে মেলে ।

† কুস্ত—অস্ত্রবিশেষ ।

মাধবিকাপরিমলললিতে নবমালিকয়াতিশুগন্ধৌ
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ । ৬

স্কুরদতিমুক্তলতাপরিরস্তগপুলকিতমুকুলিতচূতে
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপূতে । ৭

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্থতিসারং
সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমুগতমদনবিকারং । ৮ ।

দরবিদলিতমল্লীবল্লিচঞ্চপরাগ-
প্রকটিতপটবাসৈর্বাসয়ন্ কাননানি ।
ইহহি দহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধুঃ
প্রসরদসমবাণপ্রাণবদগন্ধবাহঃ । ১ ।

আছোৎসঙ্গবসন্তুজঙ্গকবলক্রেণাদিবেশাচলং
প্রালেয়গ্নবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীখণ্ডশৈলানিলঃ ।
কিঞ্চ স্নিগ্ধরসালমৌলিমুকুলান্তালোক্য হর্ষোদয়া-
দুশীলস্তি কুহুঃকুহুরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ । ২ ।

মাধবিকা পরিমলে, নব মালিকার দলে
 সুরভি ;

বসন্ত (বুবার ধন), মোহিছে যুনির মন
 প্রলোভি' । ৬

লতা-আনিঙ্গনে প্রীত ছূত, হয়ে মুকুলিত
শিহরে ।

হেন বৃন্দাবনে হরি, দমুনার অবতরি
বিহরে । ৭

স্মরি হরি-পদ মনে, কবি জয়দেব ভণে
 এ গাথা !

সুরমা কানন ভায় ; বাথিতা অধিকা ভায়
শ্রীরাধা । ৮

আধ মুকুণ্ডিত নব মল্লিকা-পরাগে
কানন-বসনখানি সুবাসিমা, সরাগে—
কেতকী-সুবাস বহি সমীরণ আজিকে
(মদনের প্রাণ সম) দহিতেছে রাধিকে । ১

শ্রীখণ্ড শৈলের বাসে, ভূজগের নিঃশ্বাসে,
অনিল হইয়া বিষ-দিশ্ব ।

হিৰালয় পানে ওই, দেখগো চলেছে সই,
তুৰারে করিতে দেহ স্নিগ্ধ ।

রসালের শিরে বে রে, মুকুল-মুকুট হেরে,
মোহে পিক, কলকূতে চিত্ত ।

উন্মীলনমধুগন্ধলুকমধুপব্যাধৃতচূতাকুর-
 ক্রীড়ংকোকিলকাকলোকলকলৈরুদগীর্ণকর্ণধ্বরাঃ ।
 নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-
 প্রাপ্ত প্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ । ৩ ।

অনেকনারীপরিরন্তসস্ত্রম-
 ক্ষুরন্মনোহারিবিলাসলালসং
 মুরারিমারাছুপদর্শয়ন্ত্যসৌ
 সখী সমক্ষং পুনরাহ রাধিকাং । ১ ।

গীতম্ । ৪ ।

রামকিরীরাগযতিতালভ্যাং গীয়তে ॥

চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী
 কেলিচলনগিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগ্মিতশালী । ১ ।

পরিমল-প্রলোভিত মধুপ ; বিকম্পিত
 বিকসিত রসাল মুকুল ;
 কেলি-কাকলিতে তায়, কোকিলেরা গান গায় ;
 জলে কাণ, বিরহী আকুল ।
 ধ্যান করি প্রাণসমা, প্রিয়া-মুখ-চন্দ্রমা,—
 করি সমাগম-রস ভাবনা,
 বিরহীরা একটুক প্রাণেতে লভিয়া সুখ,
 প্রবাসে করিছে দিন বাপনা । ৩

বহু রমণীর পরিরন্তনে সহসা
 মুরারির চিতে বাড়ে বিলাসের লালসা ।
 দূর হতে দেখি তাহা, দেখাইয়া সখীকে
 কহে এক সখী,—ওগো, দেখ ওই রাধিকে ! ১ ॥

চতুর্থ গীতি ।

(রামকিরী রাগ, যতি তাল)

চন্দনে চর্চিত নীল কলেবর খানি ;
 গীত-বাস, গলে বনমালা গো !
 কেলি দোলে কুণ্ডল কপোলেতে টলমল,
 হাসিভরে মুখখানি আলা গো । ১
 ধূয়া :—করেন বিলাস কেলি, হরি অতি রঞ্জে,
 বিমুখা গোপ-বধু সঙ্গে ।

হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে
বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে । প্রবম্ ।

গীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং
গোপবধূরমুগায়তি কাচিদ্দৃষ্ণিতপঞ্চমরাগং । ২ ।

কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজং
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজং । ৩ ।

কাপি কপোলতলেমিলিতা লপিতুং কিমপি অতিমূলে
চারু চুচুশ্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরমুকূলে । ৪ ।

কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাবনকূলে
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচক্ধ করেণ দ্বকূলে । ৫

করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা শ্রুতিঃ প্রশংসে । ৬ ।

পীন পয়োধর ভারে, হরি-দেহ মথিয়া,
 আলিঙ্গি' প্রেম অমুরাগে গো ;
 গোপবধূ গাহে গান, তুলি সুললিততান,
 আনন্দে পঞ্চম রাগে গো । ২

বিলাসে বিলোল তাঁর, লোচন-খেলন হেরি
 কারো চিত্ত মনসিজে ভরিছে ।
 প্রীতি-রসে হয়ে মুক, মধুসুদনের মুখ
 বিস্মৃতা বধূ কেহ হেরিছে । ৩

ছলভরে, কাণে কাণে, কথা যেন কহিতে
 কেহ বা কপোল রাখি কপোলে,
 নিতম্ববতী নারী, চুসিছে মুখ তাঁরি ;
 পুলকিত তরু তাঁর, অবলে ! ৪

কেলি-কলা-কুতুকিনী কামিনী, যমুনা কূলে
 হরির বসন ঘন টানিছে ;
 মঞ্জুল বঞ্জুল- কুঞ্জে যুবতী কুল
 এমনি সরস রসে মাতিছে । ৫

করতলে দিতে তালি, রিণিঝিণি বলয়ের
 তালে বাজে ঝংগী-রবে মিশিয়া,
 রাস-রসে ভরি প্রাণ, নাচে নারী গায় গান ;
 প্রশংসে হরি সবে হাসিয়া । ৬

শ্লিষ্ণুতি কামপি চূষতি কামপি কামপি রময়তি রামাং
পশ্যতি সস্মিতচারু পরামপরামমুগচ্ছতি বামাং । ৭ ।

শ্রীজয়দেবকবেরিদমদ্রুতকেশবকেলিরহস্তং ।
বিপিনবিনোদকলাবলিতং বিতনোতু শুভানি যশস্তং । ৮

বিশেষামমুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধো মুখো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ১ ॥

রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভূতামাভীরবামল্লবা-
মভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমাস্কয়া রাধয়া ।
সাধু হৃদদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
বাজাহুস্তটচূষিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে

সামোদদামোদরো নাম

প্রথমঃ সর্গঃ ॥১॥

কোন কামিনীর সাথে সাথে চলি শ্রীহরি,—
 কারো মুখপানে চেয়ে হাসিয়া,
 কারে বা আলিঙ্গনে, কারো মুখ-চুষনে,
 কারো বা রমণে দেন তুষিয়া । ৭

বৃন্দাবনে অভিনীত কেশবের কেলি লীলা,
 ভণে কবি ; ‘জয় হরি’ বলগো ।
 হরি-মঙ্গল-গীতি, বিতরিবে ভরি ক্ষিতি
 কবি যশ সহ শুভ ফল গো । ৮

ইন্দীবরের মতন শ্রামল
 হরির অঙ্গ-পরশে,
 শ্রীতি-উৎসবে গোপ-অঙ্গনা
 ভরিল চিত্ত হরষে ।
 প্রতি-শ্রী-অঙ্গে যুবতী অঙ্গ,
 সঙ্গতি লভি, শ্রীহরি,
 যেন রে মূর্ত্ত শৃঙ্গার সম
 শোভে বসন্তে বিহরি । ১

রাস-উল্লাস-ভরেতে লাস্ত
 রাধিকা, গোপীর মাঝারে—
 (প্রেমেতে অন্ধা) লভিয়া কাস্ত,
 বাধিল বন্ধে তাঁহারে ।
 স্তুতি করি তাঁর গানের, মুখের,—
 ছল ভরে মুখ ধরিয়ে—
 চুষিল বালা । করুন মোদের
 মঙ্গল সেই হরি হে । ২

ইতি সামোদ দামোদর নামক প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ঘাবশেন গতাত্ততঃ ॥
কচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যবাচ রহঃসখীং ॥ ১ ।

গীতম্ । ৫ ।

গুৰ্জরীরাগ-যতিতালাত্যাং গীয়তে ।
সঞ্চরদধরস্বধামধুরধ্বনি-
মুখরিতমোহনবংশং
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলি-
কপোলবিলোল বতংসং । ১ ।
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসং । ২ । ধ্রুবম্ ।

চন্দ্রকচারুময়ুরশিখণ্ডক-
গণ্ডলবলয়িতকেশং
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিত-
মেঘরমুদিরস্বরেশং । ২ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

বা অরেশ কেশব ।

হেরি' রাধা, সাধারণ গোপিজন সঙ্গে
বিহরিতে শ্রীহরিকে বনমাঝে রঙ্গে,
ধিকারি আপনাকে, ঈর্ষায় কুসিয়া,
—অলি-শুঞ্জিত লতা-কুঞ্জেতে পশিয়া
গোপনে সখীর কাণে কহে দীন বচনে । ১
(বাধা লাগে রাস-লীলা-পরিহাস স্রবণে ।)

পঞ্চম গীতি ।

(গুজ্জরী রাগ, যতি তাল)

সিকি' অধর-সুখা, সুমধুর ধ্বনিতে
করে সুখরিত চাকু বংশ ;
শিরে চূড়া চঞ্চল,—আঁখি ঠারে ছলিয়ে
কপোলে বিলোল অবতংস । ১

ধূয়া— বাধা লাগে রাস-লীলা-পরিহাস স্রবণে ।

চন্দ্রক-আঁকা চাকু ময়ূরের পিচ্ছে
বিজড়িত সুসজ্জ কেশ গো ;
রামধনু যেন ঘন মেঘে অমুরজিত,—
এমনি সে রমণীয় বেশ গো । ২

গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখ-

চুম্বনলম্বিতলোভং

বঙ্কুজীবমধুরাধরপল্লব-

ম্লসিতস্নিতশোভং । ৩ ।

বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িত-

বল্লবযুবতিসহস্রং

করচরণোরসি মণিগগভূষণ-

কিরণবিভিন্নতমিস্রং । ৪ ।

জলদপটলচলদিন্দুবিনিন্দক-

চন্দনভিলকললাটং

পীনপয়োধরপরিসরমর্দন-

নির্দয়হৃদয়কবাটং । ৫ ।

মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডল-

মণ্ডিতগণ্ডমুদারং

পীতবসনমমুগতমুনিমমুজ-

সুরাসুরবরপরিবারং । ৬ ।

নিতম্ববতী যত গোপিকা-কদম্বে

চুম্বিতে যেন অতি লোভে গো,—

বজ্রজীবের মত সে অধর পল্লব

উল্লাসে ফুটি কিবা শোভে গো । ৩

বিপুল পুলকে ভুজ-পল্লবে বিজড়িত

বল্লব-সুবতী-সহস্র ।

শ্রীকরে, চরণে, বৃকে, মণি-ভুষণের করে

তমিস্র দূরিত অজস্র । ৪

জলদপটলে ঘেরা ইন্দু-বিনিন্দিত

চন্দন-তিলক সে ললাটে ;

পীনপয়োধর-ধর নির্দয়ে মর্দিত

সুবিপুল বক্ষের কবাটে । ৫

মকরের ছাঁচে গড়া মণিময় কুণ্ডলে

গণ্ডে কি শোভা মনোহারী রে !

হেরি' পীতবাস হরি, মুনি-মন বিচলিত,

মজে সুরাসুর নরনারী রে । ৬

বিশদকদম্বতলে মিলিতং কলি-

কলুষভয়ং শময়ন্তং

মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা

মনসা রময়ন্তং । ৭ ।

শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দর

মোহনমধুরিপুরুষং

হরিচরণস্বরগং প্রতি সম্প্রতি

পুণ্যবতামমুরূপং । ৮ ।

গণয়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে

বহতি চ পরিতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ ।

যুবতিষু বলভৃক্ষে কৃক্ষে বিহারিণি মাং বিনা

পুনরপি মনো বামং কামং কৰোতি কৰোমি কিং । ১ ।

গীতম্ । ৬ ।

মালবগৌড়রাটৈকতালীতানাভ্যাং গীয়তে ।

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং

চকিতবিলোকিতসকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তং । ১

সখি হে কেশিমখনমুদারং

রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারং ।

পুষ্ণিত কদম্বতলে যবে আসিয়া

মোর পানে চাহে রতি-পিয়াসে,

মদন-লহরী বহে সে দিঠিতে অমনি ;

কলির কলুষ তাহে বিনাশে । ৭

কবি জয়দেব ভণে,—মনোহর সুন্দর

অতুলন মধু-রিপু-রূপ গো !

হরির চরণ স্রব্বি' লভি প্রীতি সম্প্রতি,

পুণ্য লভিবে অম্বরূপ গো । ৮

পর-অম্বরাগী হরি, তবু তারে স্রব্বিতে

ধায় চিত ; নাই ক্রোধ, চাই প্রেমে বরিতে ।

কি করিব ? দোষ তেজি গুণে মজি রহিব ।

ভূষণ যে বলবতী, কৃষ্ণকৈ লভিব । ১

যষ্ঠ গীতি ।

(মালব গৌড় রাগ, একতালী তাল)

রহিব গো নিকুঞ্জ-বন-ভবনে ;

নিশার আঁধারে হরি যবে গোপনে ।

চকিত নয়নে চারিভিতে চাহিয়া—

হাসিবে হেরিয়া মোরে, প্রেমে মোহিয়া । ১ ।

ধূয়া—

সখীয়ে !

আন আজি কেশিমথনে ।

প্রেমে বিগলিত হবে, হেরিবে আমারে যবে—

অভিভূতা আছি মদনে ।

ପ୍ରଥମସମାଗମଲଞ୍ଜିତୟା ପଟୁଟାଟୁଶତୈରନୁକୂଳଂ
 ହୃଦ୍‌ହୃଦ୍‌ସ୍ମିତଭାବିତୟା ଶିଥିଲୀକୃତଜଘନହୁକୂଳଂ । ୨ ।

କିଶଳୟଶୟନନିବେଶିତୟା ଚିରମୁରସି ମମୈବ ଶୟାନଂ
 କୃତପରିରସ୍ତୁଗଚୁଷ୍ମନୟା ପରିରତ୍ୟ କୃତାଧରପାନଂ । ୩ ।

ଅଳସନିମୌଳିତଲୋଚନୟା ପୁଲକାବଲିଲଳିତକପୋଳଂ
 ଶ୍ରମଜ୍ଜଳସକଳକଳେବରୟା ବରମଦନମଦାଦତିଲୋଳଂ । ୪ ।

କୋକିଳକଳରବକୂଞ୍ଜିତୟା ଜ୍ଞିତମନସିଞ୍ଜତସ୍ତ୍ରବିଚାରଂ
 ଶ୍ଳଥକୁହ୍‌ମାକୂଳକୁସ୍ତୁଳୟା ନଖଲିଖିତଘନସ୍ତନଭାରଂ । ୫ ।

ଚରଣରାଗିତମଣିନୁପୁରୟା ପରିପୁରିତସ୍ମରତବିଭାନଂ
 ଯୁଧିରବିଶୃଙ୍ଖଳମେଖଳୟା ଶକଚଗ୍ରହଚୁଷ୍ମନଦାନଂ । ୬ ।

প্রথম সে সমাগমে লাজ ভাঙ্গিতে,
তুমিবেন আসি পটু চাটু বাণীতে ।
মৃহমধু হেসে কথা কব যথনি,
জঘন-দ্রুকুল শিথিলিবে অমনি । ২

কিসলয়-শেষে, বুকে বাঁধি আদরে,
আলিঙ্গি' চুষন দেবে অধরে । ৩

অলসে মুদিব অঁাখি,—হরি পুলকে
কলিত কপোল শিহরিবে পলকে ।
শ্রম-জলকণে কলেবর তিতিবে ;
অমনি মদন-মদে বঁধু মাতিবে । ৪

সুখে বিদলিতা, পিক সম কুজিব ;
মনসিজ-তন্ত্রে জিতিবেন ঘৃষ্ণ গো ।
চুল হতে ফুল ঝরে যাবে ঝরিত ;
নথ-লেখা দিবে দেখা স্তন ভরিত । ৫

এলোথেলো মেখলা-নূপুর-নাচনা
জাগাইবে প্রীতি-উৎসব-বাজনা ।
টুটিবে মেখলা, কেলি-লীলা-কালে গো ।
কেশ ধরি মোরে চুমিবেন গালে গো । ৬

রতিস্বখসময়রসালসয়া দরমুকুলিতনয়নসরোজং
নিঃসহনিপতিততনুলতয়া মধুসূদনমুদিতমনোজং । ৭ ।

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনশীলং
সুখমুৎকণ্ঠিতগোপবধূকথিতং বিতনোতু সলীলং । ৮ ।

হস্তত্ৰস্তবিলাসবংশমনৃজুক্রবল্লিমদ্বল্লবী-
বৃন্দোৎসারিদৃগন্তুবীক্ষিতমতিশ্বেদার্দ্রগণ্ডস্থলং ।
মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতস্মিতসুধামুগ্ধাননং কাননে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃত্তং পশ্যামি হৃষ্যামি চ । ১ ।

দুরালোকঃ স্তোকস্তবকনবকাশোকলতিকা-
বিকাশঃ কাসারোপবনপবনোহপি ব্যথয়তি ।
অপি ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গীরণিতরমণীয়া ন মুকুল-
প্রসূতিশ্চতানাং সখি শিখরিণীয়াং সুখয়তি । ২ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

৩৫

অতি স্নেহ-বশে গলে' যাব অলসে ;
মুকুলিত হবে তাঁর আঁখি হরষে ।
কোমল এ তনু-লতা ঢলে পড়িবে ;
হেরি মধুসূদনের প্রীতি বাড়িবে । ৭

ভণে কবি গাথা বিরহিণী-কথিত ;
শুনি নিধুবন-লীলা হবে স্মৃতিত । ৮

ব্রজসুন্দরীগণ গোবিন্দে বেড়িল,
হাত হ'তে বাঁশাটি খসিয়া পড়িল ।
কটাক্ষ ভরে তাঁরে হেরে যুবতী ;
সিক্ত বদন স্বেদে ; সেই মুরতি !
হেরি মোরে বিন্মিত লজ্জিত গো ।
কৃষ্ণের রূপ স্মরি রতি-জিত গো । ১

কুদ্র কুদ্র স্তবকে ভূষিত
অশোক দেখে কি স্নেহ ?
সরসী-স্নিগ্ধ-পবনে উদিত
চিত্তে অধিক হুধ ।
আত্ম-কানন ভুঙ্গ-রণিত,—
তৃপ্ত করে না বুক । ২

ସାକୃତସ୍ମିତମାକୁଳାକୁଳଗଳକ୍ଷ୍ମିମ୍ଳମୁଲ୍ଲାସିତ-
 କ୍ରବଲ୍ଲୀକମଳୀକଦର୍ଶିତଭୁଜାମୂଳାଦ୍ବିଦୃଷ୍ଟନଂ ।
 ଗୋପୀନାଂ ନିଭୃତଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ଗମିତାକାଞ୍ଚକ୍ଷିଚିରଂ ଚିନ୍ତୟନ୍-
 ଅନ୍ତର୍ମୁହ୍ୟମନୋହରଂ ହରତୁ ବଃ କ୍ରେଶଂ ନବଃ କେଶବଃ ॥ ୩ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଗୀତଗୋବିନ୍ଦମହାକାବ୍ୟେ
 ଅକ୍ରେଶକେଶବୋ ନାମ
 ଦ୍ଵିତୀୟଃ ସର୍ଗଃ ॥୨॥

ତୃତୀୟଃ ସର୍ଗଃ ।

କଂସାରିରପି ସଂସାରବାସନାବନ୍ଧଶୂଞ୍ଚଲାଂ
 ବ୍ରାଧାମାଧାୟ ହୃଦୟେ ତତ୍ୟାଞ୍ଜ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦରୀଃ । ୧ ।

বিজনে জানাতে মদন-বেদন
 গোপিকা হাসিয়া তাকায়ে—
 চুল বাঁধিবার ছলেতে কেমন
 ক্রলতা চকিতে বাঁকায়ে,
 দেখায় হরিকে আধ পয়োধর
 অঞ্চল খানি সরায়ে ।
 এ হেন মুগ্ধ হরি মনোহর
 দিবেন যাতনা তরায়ে । ৩
 ইতি অক্লেশকেশব নামক দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ

বা মুগ্ধমধুসূদন । *

সংসার-বাসনায় কংসারি বাঁধা হায়,
 রাধারূপ-শৃঙ্খলে জগতে !
 তেজি' ব্রজ-সুন্দরী, রাধাকে হৃদয়ে ধরি
 বিহরেন হরি এই মরতে । ১

* “মুগ্ধমধুসূদন” নামক তৃতীয় সর্গের, এবং “শ্রীকৃষ্ণমধুসূদন” নামক চতুর্থ সর্গের একটি গানও পদ-লালিত্য-গৌরবে কিংবা ভাবের মনোহারিতার অসিদ্ধি লাভ করে নাই। পঞ্চম সর্গের প্রথম গান (অর্থাৎ দশম গীত) ঐ অপ্রসিদ্ধ অংশের অন্তর্ভুক্ত। ৭ম গীতটির ছন্দ ষোটেই জমকাল নয় বলিয়া, সাধারণ ভাবেই অনুবাদ করা গেল। ইহার সুর কেওয়া আছে শুদ্ধরী রাগ, যতি ভাল। পঞ্চম গীতটি ঐ সুরে রচিত; অথচ তাহার সহিত ছন্দের মিল নাই।

ইতস্ততস্তামনুহত্য রাধিকামনঙ্গবাণত্রণখিল্লমানসঃ ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটাস্তকুঞ্জে বিষাদ মাধবঃ ॥২॥

গীতম্ । ২ ।

গুৰ্জরীরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে ।

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন ।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন নিবারিতাতিভয়েন ॥ ১ ।
হরিহরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব ॥ ধ্রুবম্ ।

কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ ।
কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেণ গৃহেণ ॥ ২ ॥

চিস্তয়ামি তদাননং কুটিলক্র কোপভরেণ ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥ ৩ ॥

তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভূশং রময়ামি ।
কিং বনেহমুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি ॥ ৪ ॥

তস্মি খিল্লমসূয়য়া হৃদয়ং ভবাকলয়ামি ।
তন্ন বেদ্বি কুতো গতাসি ন তেন তেহনুনয়ামি ॥ ৫ ॥

তৃতীয় সর্গ ।

৩৯

অনঙ্গ-বাণে হত থিন্ন মানস ; কত
অনুতাপ করে হরি খসিয়া ।
বিচরি রাধার তরে কালিন্দী-তট-পরে,
নিকুঞ্জে বিলপেন বসিয়া । ১

সপ্তম গীতি ।

(গুজ্জরী রাগ, যতি তাল)

দেখে গেছে রাধা মোর সাথে কত কামিনী ।
পদে ছিছু অপরাধী, ফিরাইতে পারিনি । ১

ধূয়া—হরি, হরি ! অনাদরে চলে গেল ভামিনী ।

কি করিছে, কি বলিছে প্রিয়া মম বিরহে ?
কিবা স্মৃথ ধন-জনে ? গৃহে চিত কি রহে ? ২

কোপেতে বাঁকানো ভুরু ! সেই মুখ স্মরি গো !
ভ্রমরী ভ্রমিছে রাক্ষা পদ্ম-উপরি গো ! ৩

চিতমাঝে আছে প্রিয়া ; রমি তারে সতত ;
তবু কেন বনে বনে কেঁদে ফিরি নিয়ত ? ৪

ধিরা অন্থয়াভরে, জানি তুমি রাধিকে !
কোথা আছ না জানিয়ে পারি নাক সাধিতে । ৫

দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি ।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি ॥ ৬ ॥

ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি ।
দেহি স্তনুরি দর্শনং মম মন্থ্যথেন দুনোমি ॥ ৭ ॥

বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন ।
কেন্দুবিন্ধুসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন ॥ ৮ ॥

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলছ্যাতিঃ ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রাস্ত্র্যানঙ্গ ত্রুধা কিমু ধাবসি ॥ ১ ॥

পাণৌ মা কুরু চূতশায়কমমুং মা চাপমারোপয়
ক্ৰীড়ানির্জিতবিশ্ব মুচ্ছিতজনাঘাতেন কিং পৌরুষং ।
তস্ত্রাএব মৃগীদৃশো মনসিজপ্রেম্বৎকটাক্ষাশুগ-
শ্রেণীজর্জরিতং মনাগপি মনো নাচ্যাপি সঙ্কুস্কৃতে ॥ ২ ॥

ক্রপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতিস্মরণেণ ।
তস্ত্রামনঙ্গজয়জঙ্গমদেবতায়-
মস্ত্রাণি নির্জিতজগন্তি কিমপি তানি ॥ ৩ ॥

যেন আছ পুরোভাগে ! আসিতেছ যেতেছ !

যন আলিঙ্গন তবে কেন নাহি দিতেছ ? ৬

ক্ষমা কর, আর নাহি হব অপরাধী হে !

দরশন দেহ, মন্থথ বাজে, রাধিকে । ৭

কৈঁহুলিনিবাসী কবি জয়দেব ভণিল,

রোহিণীনাথের মত এ ভবে যে উদিল । ৮

বুকে কমলের নাল,—এত কভু নাগ নয় ।

গলে কুবলয়-মালা,—গরলের দাগ নয় ।

চন্দন গায় মাখা,—এত নহে ভস্ম !

হর ভ্রমে, ওগো কাম, কেন বাণ বর্ষ ? ১

ফেলে দাও চূত-শর, যুজিও না ধনুকে !

মার তুমি ধরাজয়ী ;

পৌরুষ বল কই ?

দলি মম প্রিয়া-দিষ্টি-বিদলিত তনুকে ? ২

ক্র-লতা ধনুক তব ; অপাঙ্গ-রঙ্গ

ধরশর ; গুণ টাণা শ্রবণ-উপাস্তে ।

ত্রিভুবন-জয় শেষ করিয়া অনঙ্গ,—

দিয়াছে আয়ুধগুলি তোমাকে কি কাস্তে ? ৩

ক্রচাপে নিহিতঃ কটাক্ষবিশিখো নিশ্চ্যাতু মৰ্ম্মব্যথাং
 শ্চামাস্ত্রা কুটিলঃ করোতু কবরীভারোহপি মারোত্তমং
 মোহস্তাবদয়ঞ্চ তস্মি তনুতাং বিশ্বাধরো রাগবান্
 সদ্ধৃক্তং স্তনমণ্ডলস্তব কথং প্রাণৈর্মম ক্রীড়তি ॥ ৪ ॥

তানি স্পর্শস্থানি তে চ তরলাঃ স্নিগ্ধা দৃশোবিভ্রমা-
 স্তদ্বক্ত্রাস্থঙ্গসৌরভং স চ সূধাস্তন্দী গিরাং বক্রিমা ।
 সা বিশ্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেহপি চেন্মানসং
 তস্তাং লগ্নসমাধি হস্ত বিরহব্যাদিঃ কথং বর্দ্ধতে ॥ ৫ ॥

তির্য্যাক্ককণ্ঠবিলোলমৌলিতরলোত্তংসস্ত বংশোচ্চরদ্-
 গীতিস্থানকৃতাবধানললনালঙ্কৈ ন সংলক্ষিতাঃ ।
 সংমুগ্ধং মধুসূদনস্ত মধুরে রাধামুখেন্দো মূঢ়-
 পন্দং কন্দলিতাশ্চিরং দদতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ময়ঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যে

মুগ্ধমধুসূদনো নাম

তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

ক্র-চাপে নিহিত দিষ্টি-শর-পাতে

বিধিলে মর্দ, সহিব ।

কুটিল-কৃষ্ণ-কবরী-আঘাতে

মার যদি, ব্যথা বহিব !

রাগে রক্তিম ও বিশ্ব-অধর

অভিভূত করে চিত্ত ।

খেলাচ্ছিলে কেন বধে পয়োধর ?

সে যে অতি সৎ-বৃদ্ধ ! ৪*

প্রিয়ার পরশ, আর মধু বাক্-চাতুরী,

মুখকমলের বাস, অধরের মাধুরী,

স্নিগ্ধ তরল দিষ্টি,—আছে প্রাণ মাঝেয়ে ।

তবু কেন এত জালা বিরহেতে বাঞ্ছেরে ? ৫

বাঁশী-গানে মজ্জি গোপী লখিতে না পারিল,—

বন্ধিম হ'লে গ্রীবা চূড়া যবে নাচিল ;

নারিল লখিতে—যবে রাধা-মুখ চুসি'

হরির নয়ন ছাপি—উছলিল উন্মি ।

মধুসূদনের সেই কটাক্ষ-লহরী,

দিবে অ্যুজি তোমা সবে মঙ্গল বিতরি । ৬

ইতি মুগ্ধমধুসূদন নামক তৃতীয় সর্গ ।

* সম্ভবত অর্থ হুচরিত্র, এবং উহার অন্ত অর্থ হুগোল । পয়োধর সম্ভবত হইয়াও বধ করে কেন ? বাহারি অতাবতঃই তীক্ষ্ণ, কিংবা কুটিল, কিংবা উত্যক্ত, তাহারি স্বভাব-দোষে যাহা করে করুক । এই হইল কথার pun.

চতুর্থঃ সর্গঃ ।

যমুনাতীরবানীরনিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতং ।

প্রাহ প্রেমভরোদ্ভাস্তং মাধবং রাধিকাসখী ॥ ১ ॥

গীতম্ । ৮ ।

কর্ণটিরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং ।

ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরং ॥ ১

সা বিরহে তব দীনা

মাধবমনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া হয়ি লীনা ॥ ঞ্চবম্ ।

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালং ।

স্বহৃদয়মর্ম্মণি বস্ম করোতি সজ্জনললিনীদলজালং ॥ ২ ॥

চতুর্থ সর্গ ।

বা স্নিগ্ধমধুসূদন ।

যমুনার তীরে বানীর কুঞ্জে
রাধিকার সখী আসি,
প্রেমেতে ভ্রাস্ত গোপিনী-কান্ত
মাধবে কহিল, ভাষি' । ১

অষ্টম গীতি ।

(কর্ণাট রাগ, যতি তাল)

নিব্দিয়া চন্দন ইন্দু-কিরণ, বন
খেদ করে রাধা অতি অধীরে ;
ভুজগের নিঃশ্বাসে গরল ভাসিয়া আসে
সুশীতল মলয়ের সমীরে । ১

ধৃশ্ণা— তোমারি বিরহে রাধা দীনা হে ।
মনসিঙ্গ-শর-ভরে ধ্যান-বলে সদা রহে—
• হে মাধব ! তব দেহে লীনা সে ।

অবিরল ফুল-শর পড়িছে বৃকের পর ;
তুমি আছ বলি ভারি মৰ্ম্ম,—
সে শর তোমার গায় লাগে পাছে, ভাবনাহ
নলিনী-পাতায় রচে বৰ্ম্ম । ২

কুসুমবিশিখশরতল্লমনল্লবিলাসকলাকমনীয়ং ।

ব্রতমিব তব পরিরন্তসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ং ॥ ৩ ॥

বহতি চ বলিতবিলোচনজলধরমাননকমলমুদারং ।

বিধুমিব বিকটবিধুস্তদস্তদলনগলিতায়তধারং ॥ ৪ ॥

বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতং ।

প্রণমতি মকরমখো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতং ॥ ৫ ॥

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহং ।

ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহং ॥ ৬ ॥

ধ্যানলয়েন পুরং পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপং ।

বিলপিতি হসতি বিষাদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপং ॥ ৭ ॥

কুল-শেষ অকুমার,
শর-শেষ যেন তার ;
তোমাকে লভিতে পরিরস্তে—
এ কঠোর ব্রত ধরি’
আছে শর-শেষ’পরি ।
উদ্ধর তারে অবিলম্বে । ৩

বদন-কমল-পরে
আঁখি-জল সদা ঝরে,
আজি গুরু বিরহের ভরে গো ।
বিরহিণী রাধা কাঁদে,—
রাহুর দলনে চাঁদে
সুখা যেন অবিরল করে গো । ৪

মৃগমদ-রসে, হরি !
তব প্রতিকৃতি করি’
গোপনে যতনে আঁকে, যুবতী !
হাতে দিয়া চূত-শর
পদতলে তার পর
মকর আঁকিয়া, করে প্রণতি । ৫

কহিছে সে :—“হে মাধব !
নত আজি আমি তব
সুখামাখা স্নগীতল শ্রীপদে ।
“বিমুখ, যে সুখানিধি,
তাপে দহে নিরবধি ;
ভুমিই শরণ মম, বিপদে ।” ৬

তোমাকে না পেয়ে কাছে
ধ্যানে প্রাণে রাখিয়াছে ;
কভু হাসে কভু কাঁদে কাতরে । ৭

ত্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ং ।
হরিবিরহাকুলবল্লবযুবতিসখীবচনং পঠনীয়ং ॥ ৮ ॥

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে
তাপোহপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালা কলাপায়তে ।
সাপি হৃদ্বিরহেণ হস্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোহপি যমায়তে বিরচয়ঞ্জার্দূলবিক্রীড়িতং ॥ ১ ।

গীতম্ । ৯ ।

দেশাধরাগৈকতালীতালভ্যাং গীয়তে ।
স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং
সাম্মুতে কৃশতনুরিব ভারং ॥ ১ ॥
রাধিকা বিরহে তব কেশব ॥ ক্রবম্ ॥

সরসমস্পর্শমপি মলয়জপঙ্কং ।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং ॥ ২ ॥

শ্মসিতপবনমনুপমপরিগাহং ।

মদনদহনমিব বহতি সদাহং ॥ ৩ ॥

দিশি দিশি কিরতি সজ্জলকণজালং ।

নয়ননলিনমিব বিদলিতনালং ॥ ৪ ॥

নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্লং ।

গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পং ॥ ৫ ॥

তাজ্জতি ন পাণিতলেন কপোলং ।

বালশশিনমিব সায়মলোলং ॥ ৬ ॥

হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং ।

বিরহবিহিতমরণেব নিকামং ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতং ।

সুখয়তু কেশবপদমুপনীতং ॥ ৮ ॥

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যাৎকম্পতে তাম্যতি

ধ্যায়তুদ্ভ্রাম্যতি প্রমীলতি পততুদ্ভ্যাতি মুচ্ছত্যপি ।

এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনু জীবেন্ন কিস্তে রসাৎ

স্ববৈষ্ণবপ্রতিম প্রসাদসি যদি ত্যক্তোহনুথা হস্তকঃ ॥ ১ ।

ঋসিলে পবনে বহে উষ্ণতা মাত্র ;
মদন-আশুন তাহে দহে তার গাত্র । ৩

চারিভিতে ফেরে আঁখি—জলকণাকীর্ণ,
নয়ন-নলিনী যেন নাল হ’তে ছিন্ন । ৪

মনোরম কিসলয় শয্যাটি হেরিয়া,
হতাশন কল্পনা করি ওঠে ডরিয়া । ৫

সতত কপোলখানি পাণি-তলে লগ্ন ;
সায়ান্নে শশী-কলা মেঘে যেন মগ্ন । ৬

“হরি হরি” বলি, রতা আছে নাম জপিতে,
বিরহ-মরণ পরে তোমাকেই লভিতে । ৭

জয়দেব-ভণিত এ গীত হরি-চরণে
উপনীত হয়ে স্মৃথ বিধানিবে ভবনে । ৮

শ্রেম-অরে রাধা হতেছে খিল্লা ;
শিহরিছে আর কাঁপিছে ।

করি শীৎকার,—অতি সে শীর্ণা,
উঠিছে, পড়িছে, কাঁদিছে ।

পড়ে মুর্ছিতা, রহে ধ্যান ধরি ;
কভু বা ব্রাস্ত মতি তার ;

স্বর্ণ-বৈষ্ণব-প্রতিম হে হরি,
কর রসায়নে প্রতিকার । ১

স্মরাতুরাং দৈবতবৈত্ৰহস্তা স্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাং ।
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধামুপেন্দ্রবজ্রাদপি দারুণোহসি ॥২॥

কন্দর্পধ্বংসংস্মরাতুরতনোরাশ্চর্য্যমশ্চাশ্চিরং
চেতশ্চন্দনচন্দ্রমঃ কমলিনীচিন্তাসু সস্তাম্যতি ।
কিন্তু ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং স্বামেকমেব প্রিয়ং
ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং প্রাণিতি ॥ ৩ ॥

ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে
নয়ননিমোলনখিল্লয়া যয়া তে ।
অসিতি কথমসৌ রসালশাখাং
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাং ॥ ৪ ॥

বৃষ্টিব্যাকুলগোকুলাবনরসাহুঙ্কৃত্য গোবর্দ্ধনং
বিভ্রদ্বল্লববল্লভাভিরধিকানন্দাচ্চিরং চুস্থিতঃ ।

স্বরাভূরা প্রিয় সখী, ওগো দেববৈভ্য,
অঙ্গ পরশামতে পার তুমি সন্ত
বিস্মোচিতে জ্বর-বাধা ; তবু কেন কর না ?
বজ্র-কঠোর তব চিতে নাহি করুণা । ২

স্বর-জর-সন্তাপে আজি জরাতুরা সে ।
 তাজে চাঁদ, চন্দন, কমলিনী, তরাসে ।
 তোমাকেই প্রাণমাকে ধ্যানবলে বাঁধিয়া
 উপশম আশে বালা আছে যে গো বাঁচিয়া । ৩

কভু তব বিরহ ক্ষণে সহে নি !
 নয়ন-নিম্নগন-কাতরা সখী সে ।
 বল ত, কি করি বাঁচিবে বিষাদে—
 মুকলিত হেরি রসাল, পুষ্পিতাশ্রে । ৪*

বৃষ্টিতে আকুল যবে গোকুলবাসীরা সবে,
উদ্ধারিলে তুমি,
বীরদর্পে বাহু'পরি গিরি গোবর্দ্ধন ধরি ।
সেই বাহু চুম্বি,

* এটি পুণ্ডিতাঙ্গী হলে রচিত। কথার pun-এর জন্ত, সেটির অনুবাদেরও সংস্কৃত পুণ্ডিতাঙ্গী হলে রাখা গেল। ব্রহ্ম-দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইবে।

দর্পে নৈব তদর্পিতাধরতটীসিন্দূরমুদ্রাক্রিতো

বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্বিষঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে স্নিগ্ধমধুসূদনো নাম

চতুর্থঃ সর্গঃ ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ

ইতি মধুরিপুণা সখী নিযুক্তা স্বয়মিদমেত্য পুনর্জ্জগাদ রাধাং ॥১॥

গীতম্ । ১০ ।

দেশীবরাড়ীরাগরূপকতালভ্যাং গীয়তে ।

বহতি মলয়সমোরে মদনমুপনিধায় ।

ক্ষুটিতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায় ॥ ১ ॥

সখি সৌদতি তব বিরহে বনমালো ॥ প্রবম্ ॥

দহতি শিশিরময়ুখে মরণমশুকরোতি ।

পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলভরোহতি ॥ ২ ॥

চতুর্থ সর্গ ।

৫৫

করিছে গোপের রামা সিন্দূরে ও ভুজ রাজা ।

সে হস্তে সুন্দর—

হে কংসারি নন্দমুত, করগো মঙ্গল পূত

মানব-অস্তর । ৫

ইতি ব্রিহ্মমধুসূদন নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চম সর্গ ।

বা সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ ।

আরম্ভ :—“আমি আছি অপেখিয়া ; যাও তুমি, রাধিকায়

আন গিয়ে নোর কথা কহি সখী, সাধি তায় ।”

মধুরিপু-নিয়োজিতা দূতী তাই রাধা-পাশে

কহে গিয়া শ্রীহরির অনুনয় মধু-ভাষে । ১

দশম গীতি ।

(দেশীবরাড়ী রাগ, রূপক তাল)

মলয়-সমীর বহে মদনের সঙ্গে ;

ফোটে ফুল, বিরহীকে দহিতে অনঙ্গে । ১

ধূয়া— তোমার বিরহে হরি আছে ক্ষীণ অঙ্গে ।

শিশির-শীতল করে দহে তাঁরে চন্দ্র ;

করেন বিলাপ, লভি' ফুল-শর-দণ্ড । ২

ଧ୍ବନତି ମଧୁପସମୂହେ ଶ୍ରବଣମପିଦଧାତି ।

ମନସି ବଳିତବିରହେ ନିଶିନିଶିରୁଞ୍ଜୟୁପସାତି ॥ ୩ ॥

ବସତି ବିପିନବିତାନେ ତ୍ୟଜ୍ଞତି ଲଳିତଧାମ ।

ଲୁଠତି ଧରଣିଶୟନେ ବହୁ ବିଳପତି ତବ ନାମ ॥ ୪ ॥

ଭଗତି କବିଜୟଦେବେ ବିରହବିଳସିତେନ ।

ମନସି ରତ୍ନସବିଭବେ ହରିରୁଦୟତୁ ସ୍ବକୃତେନ ॥ ୫ ॥

ପୂର୍ବଂ ଯତ୍ର ସମଂ ହ୍ୟା ରତିପତେରାସାଦିତାଃ ସିଦ୍ଧୟ-
ନ୍ତୁଷ୍ମିନ୍ନେବ ନିକୁଞ୍ଜମନ୍ଥମହାତୀର୍ଥେ ପୁନର୍ମାଧବଃ ।

ଧ୍ୟାୟଂସ୍ତାମନିଶଂ ଜପନ୍ନପି ତବିବାଳାପମସ୍ତ୍ରାଂକରଂ

ତ୍ରୁୟତ୍ସଂକୁଚକୁନ୍ତୁନିର୍ଭରପରୀରସ୍ତାମୁତଂ ବାଞ୍ଛତି ॥ ୧ ॥

ଗୀତମ୍ । ୧୧ ।

ଞ୍ଜୁରୀରାଗୈକତାଳୀତାଳାଭ୍ୟାଂ ଗୀୟତେ ।

ରତିସୁଖସାରେ ଗତମଭିସାରେ ମଦନମନୋହରବେଶଂ ।

ନ କୁରୁ ନିତନ୍ଦିନି ଗମନବିଳମ୍ବନମନୁସର ତଂ ହୃଦୟେଶଂ ॥ ୧ ॥

ধনিলে মধুপকুল কাণ ঢাকে ছ হাতে ;
বিরহ-পীড়িত চিতে রাতি কাটে ব্যথাতে । ৩

বিপিন-বিতানে বাস, ভেজি ধাম ললিত ;
ধরাতলে লুটি তব নাম করে হরি ত । ৪

বিরহ-বিলাস কবি জয়দেব-ভণিত ;
শুনিলে হেরিবে, হরি, পূত চিতে উদ্ভিত । ৫

পেয়েছিলে দৌহে যথা প্রীতি-সুখ চিন্তে,—
সে নিকুঞ্জ মাঝে আজি—মন্মথ-তীর্থে,
জপি তব নাম হরি, যাচে তব সঙ্গ ;
যাচে,— কুচ-যুগ-তলে সুখ-পরিরম্ভ । ১

একাদশ গীতি ।

(গুজরী রাগ ; একতালী তাল)

[এই গীতটি অতি প্রসিদ্ধ ; স্বর ও রচনা উভয়ই মনোহর]
অতি সুখসার সেই অভিসারে গোপনে,
মদন-মোহন-বেশে হরি গো !
করো না নিতম্বিনী, বিলম্ব গমনে ;
হৃদয়েশে চল অমুসরি গো । ১

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী ॥ ধ্রুবম্ ॥

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুং ।

বহু মনুতে তনুতে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুং ॥ ২ ॥

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানং ।

রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পস্থানং ॥ ৩ ॥

মুখরমধীরং তাজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলং ।

চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলং ॥ ৪ ॥

উরসি মুরারেরূপহিতহারে ঘনইব তরলবলাকে ।

তড়িদিব গীতে রতিবিপরীতে রাজসি স্নকৃতবিপাকে ॥ ৫ ॥

ধূলা—ধীর সমীরণ-ধূত যমুনার তীরে সহই,
বন-মাঝে বনমালী, মরি গো ।

সঙ্গীতে তব নামে করি কত সঙ্কেত
গাহিছেন হরি মৃদু, বেগুতে ;
তব তনু-পূত বায়ু ধূলি দেয় অঙ্গে ত,—
তিরপিত তবু সেই রেগুতে । ২

মন্দরে পাতা, কিবা পাখী উড়ে গহনে ;
তুমি এলে ভেবে চায় চকিতে ।
পাতি শেষ সবতনে সচকিত নয়নে,
চাহে তব পথ-পানে স্বরিতে । ৩

মুখর অধীর তব মঞ্জীর গুঞ্জে ;
তাজ তাকে ; কেলি-পথে সে অরি ।
চল সখী নিকুঞ্জে, এ তিমির-পুঞ্জে
সুনীল নিচোলে তনু আবরি' । ৪

মুরারির হার-পর্য্য বুকখানি উজলি'
প্রীতিভরে যবে তুমি রাজিবে,—
বলাকা-ভূষিত মেঘে শোভা পাবে বিজলি ;
পীত তনু হরি দেহে সাজিবে । ৫

ବିଗଳିତବସନଂ ପରିହୃତରସନଂ ଘଟୟ ଜଞ୍ଜନମପିଧାନଂ ।
କିମ୍ବିଧିନିଧାନେ ପଞ୍ଜନୟନେ ନିଧିମିବ ହର୍ଷନିଧାନଂ ॥ ୬ ॥

ହରିରଭିମାନୀ ରଜନିରିଦାନୀମିୟମପି ଯାତି ବିରାମଂ ।
କୂରୁ ମମ ବଚନଂ ସହରଚନଂ ପୂରୟ ମଧୁରିପୁକାମଂ ॥ ୭ ॥

ଶ୍ରୀଜୟଦେବେ କୃତହରିସେବେ ଭଗତି ପରମରମଣୀୟଂ ।
ପ୍ରମୁଦିତହୃଦୟଂ ହରିମତିସଦୟଂ ନମତ ସ୍ତୁତକମନୀୟଂ ॥ ୮ ॥

ବିକିରତି ମୁହଃ ଶ୍ଵାସାନାଶାଃ ପୁରୋ ମୁହରୀକ୍ଷତେ
ପ୍ରବିଶତି ମୁହଃ କୁଞ୍ଜଂ ଗୁଞ୍ଜମୁହର୍ବହ ତାମାତି ।
ରଚୟତି ମୁହଃ ଶୟାଂ ପର୍ଯ୍ୟାକୁଳଂ ମୁହରୀକ୍ଷତେ
ମଦନକଦନକ୍ରାନ୍ତଃ କାନ୍ତେ ପ୍ରିୟସ୍ତବ ବର୍ତ୍ତତେ ॥ ୯ ॥

এলায়ে বসনখানি, খুলে ফেলে রসনা,
বিকশি স্ন্যমা তুমি বসিবে
কিসলয়-শেষ-পরে, —পঙ্কজ নয়না !
নিধি হেরি হরি অতি রসিবে ।

হরি অতি অভিমানী, জান বিধু-বদনা,
কখন্ কামনা তাঁর পূরাবে ?
রাখ কথা ; পর সাজ সত্ত্বর চল না !
এ রজনী এখনি যে ফুরাবে । ৭

হরিচরণের দাস জয়দেব-রচিত
রমণীয় গীতে কত নবতা !
প্রমুদিত চিতে হরি- পদে হও নমিত ;
জানি তিনি দয়াময় দেবতা ॥ ৮

ওগো বিনোদিনী, মদন-বেদনে
ক্লাস্ত চিত্তে হরি যে
নিঃশ্বসি ঘন কুঞ্জ-ভবনে
প্রবেশি শয্যা করিছে ।
বিলপিয়া পুনঃ আকুল নয়নে
চারিভিতে চাহি লখিছে । ১

স্বদ্ব্যম্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশুরন্তং গতো
 গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্দ্ৰতাং ।
 কোকানাং করুণস্বনেন সদৃশী দীর্ঘা মদভ্যর্থনা
 তন্মুখে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোহভিসারক্ষণঃ ॥ ২ ॥

আল্পেবাদনু চুস্বনাদনু নখোল্পেখাদনুস্বাস্তজ
 প্রোদ্ধোধাদনু সল্লমাদনু রতারম্বাদনু প্রীতয়োঃ ।
 অন্ত্যার্থং গতয়োভ্রাম্মিলিতয়োঃ সম্ভাষণৈর্জানতো-
 দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশ্রো রসঃ ॥ ৩

সত্তয়চকিতং বিশ্ণুশ্চন্দ্রীং দূরশৌ তিমিরে পথি
 প্রতিতরু মুহুঃ স্থিহ্বা মন্দং পদানি বিতম্বতীং ।
 কথমপি রহঃপ্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ
 স্তমুখি স্তম্বগঃ পশ্চন্ স ভ্রামুপৈতু কৃতার্থতাং ॥ ৪

রাধামুগ্ধমুখারবিন্দমধুপল্লৈলোক্যমৌলিস্বলী-
 নেপথ্যোচিতনীলরত্নমবনীভারাবতারাস্তকঃ ।

তব অভিমান সহ রবি গেল অস্তে
 হরি মনোরথ সম, নিবিড় হইল তমঃ,
 কোকবধু সম আমি ডাকিতেছি ত্রস্তে ।
 বিলম্ব কেন আর, করিবারে অভিসার ?
 ওগো সখী, সাজি দ্রুত চল বন-প্রস্থে । ২

এমনি গো একদিন আঁধারেতে হুজনে
 মিলেছিলে খুঁজে খুঁজে বনমাঝে বিজনে ।
 চুষন-নথাঘাত-জাত রস-আলসে
 পেয়েছিলে কত প্রীতি, তাব রাধা মানসে । ৩

সভয় চকিত দিঠি ফেলি বনে, তিমিরে
 প্রতিপদে তরুতলে বিরমিয়া, তুমি রে,
 অনঙ্গ-তরঙ্গ তুলি যাবে যদি চলিয়া,
 কৃতার্থ চিতে হরি যাবে স্মৃথে গলিয়া । ৪

মুখা রাধার মুখ-কমলের মধুকর !
 ত্রিলোক-মুকুট-পরে নীলমণি মনোহর !
 ধরা-ভার অন্তক, হে দেবকী-নন্দন !

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীজনমনস্তোষপ্রদোষশ্চিরং
কংসধ্বসনধুমকেতুরবতু হাং দেবকীনন্দনঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যেহভিসারিকাবর্ণনে সাকাজ্জপুণ্ডরীকাক্ষে
নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

ষষ্ঠ সর্গঃ ।

অথ তাং গজ্জমশক্তাং চিরমনুরক্তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা
তচ্চারিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥ ১ ॥

গীতম্ । ১২ ।

গোণ্ডকিরীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তং ।

তদধরমধুরমধুনি পিবন্তং ॥ ১ ॥

নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥ ধ্রুবম্ ।

হৃদভিসরণরভসেন বলন্তী ।

পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥ ২ ॥

ষষ্ঠ সর্গ ।

৬৫

ব্রজ-সুন্দরীগণ-আনন্দ-বর্ধন !

কংস-বিনাশে ধূমকেতু সম হরি হে !

ব্রহ্ম জগত-জনে সদা কৃপা করিয়ে । ৫

ইতি অভিসারিকাবর্ণনে সাকাজ্জ পুণ্ডরীকাক্ষ নামে
পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ সর্গ ।

বা ধ্বজবৈকুণ্ঠ ।

গমনে অশক্তা

চির অনুরক্তা

রাধাকে হেরিয়া লতা-ভবনে,

কহে তাঁর চরিত

মনসিজ-দলিত

গোবিন্দে, রাধাসখী, গহনে । ১

দ্বাদশ গীতি ।

(গোণ্ডকিরী রাগ ; রূপক তাল)

হেরে রাধা দিশি দিশি তোমাকেই বিজনে ;

ভাবে,—আছে মুখ-মধু-পানে রত হুজনে । ১

ধূয়া—ওহে নাথ, অবসাদে আছে রাধা ভবনে ।

তব অভিসার-আশে বল লভি' উঠিয়া,

চলিতে চলিতে পথে পড়ে পুনঃ লুটিয়া । ২

বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া ।
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া ॥ ৩ ॥

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা ।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥ ৪ ॥

হরিতমুপৈতি ন কথমভিসারং ।
হরিরিতি বদতি সখীমম্বুবারং ॥ ৫ ॥

প্লিষ্ট্যতি চুম্বতি জলধরকল্পং ।
হরিরূপগত ইতি তিমিরমনল্পং ॥ ৬ ॥

ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা ।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতং ।
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতং ॥ ৮ ॥

বিপুলপুলকপালিঃ স্ফীতশীৎকারমন্ত
জ্জ্বলিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরন্তী ।
তব কিতব বিধায়ামন্দকন্দর্পচিস্তাং
রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না যুগাক্ষী ॥ ৯ ॥

পরিত্যাগ বিদ-কিসলয় বাল্য গো,
তোমারি মিলন আশে বেঁচে আছে বাল্য তো । ৩

পরিধানে কভু রাধা তব বেশ পরিত্যাগ,
কহে :—“আমি মধুরিণী”, ছলে ভুল করিত্যাগ । ৪

সযতনে সখীজনে সুধাইছে বারবার,
“কেন হরি স্বরা করি নাহি করে অভিসার” । ৫

কালরূপ হেরি বাল্য,—তুমি এলে বলিত্যাগ,
তিনিচি চাপিত্যাগ বুকে চুমে প্রেমে গলিত্যাগ । ৬

বিলম্ব হেরি হল বিগলিত লজ্জা ;
করিত্যাগ বিলাপ, সাজিত্যাগ সে বাসক-সজ্জা । ৭

দুর্ভাগ্য-কথা, জয়দেব-কবিতায় উদিত
শুনি তাহা রসিকের চিত সুখ-মুদিত । ৮

পুলকে রোমাঞ্চিতা, শীৎকারে শীর্ণা,
মোহবশে মুচ্ছিতা, বিরহেতে থিত্যাগ,
তব চিস্তন-রস-জলধিতে মগ্না,—
এমনি ত আছে রাধা তোমাতেই লগ্না । ৯

অঙ্গেষান্তবর্ণং করোতি বহুশঃ পত্রেহপি সঞ্চারিণি
 প্রাপ্তং ত্বাং পরিশক্তে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি
 ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশত-
 ব্যাসক্তাপি বিনা হুয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেশ্চতি ॥ ২

কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিতবনে ভাণ্ডীরভূমীরুহে
 ভ্রাতার্থাহি ন দৃষ্টিগোচরমিতঃ সানন্দনন্দান্পদং ।
 রাধায়া বচনং তদধ্বগমুখানন্দান্তিকে গোপতো
 গোবিন্দস্ত জয়ন্তি সায়মতিথি প্রাশস্ত্যগন্তা গিরঃ ॥ ৩

ইতি ত্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বাসকসজ্জাবর্ণনে ষষ্ঠবৈকুণ্ঠো নামঃ
 ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

বারে বারে আভরণ পরিছেন অঙ্গে ।
 নড়িলে গাছের পাতা পবনের রঙ্গে,
 তুমি এলে ভেবে মনে, রচে শেষ শয়নে ;
 তোমাতে নিহিত চিত্ত, তব ধ্যান নয়নে ।
 মনের মাঝারে তুমি, তবু খেদ মেটে না ;
 বিরহের রাতি তার কোন মতে কাটে না । ২

“কে তুমি ভাগীর বনে, ওগো পথ-শ্রান্ত ?
 কৃষ্ণভোগী * থাকে হেথা, জান না কি পান্থ ?
 যাও যথা উৎসব নন্দের ভবনে ।”
 কৌশলে কহিলা রাধা । পথিকের বচনে
 শুনি তাহা গিয়ে হরি নন্দের সদনে
 প্রশংসে পান্থকে, সানন্দ বদনে ।
 হরির সে বাণী হোক জয়যুত ভুবনে ।

ইতি বাসকসজ্জা বর্ণনে ধৃষ্টদেবকৃষ্ণ নামে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ।

* ভাগীর বনে কৃষ্ণভোগী অর্থাৎ কাল সাপ বাস করে ; এই কথাই উল্লেখ করিয়া
 রাধা পান্থ দ্বারা কৃষ্ণকে অভিসার-সংকেত দিয়াছিলেন ।

সপ্তমঃ সর্গঃ ।

অত্রাস্তরে চ কুলটাকুলবত্স'পাত-
সজ্জাতপাতক ইব ক্ষুটলাঙ্গনশ্রীঃ ।
বৃন্দাবনাস্তরমদৌপয়দংশুজালৈ
র্দিক্‌সুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ ॥ ১ ॥
প্রসরতি শশধরবিশ্বে বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা ।
বিরচিতবিবিধবিলাপং সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ ॥ ২

গীতম্ । ১৩ ।

মালবরাগযতিতালাত্যাং গীয়তে ।

কথিতসময়েহপি হরিরহহ ন যযৌ বনং ।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনং ॥ ১ ॥
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা ॥ ধ্রুবম্ ॥

সপ্তম সর্গ ।

বা নাগরনারায়ণ ।

ভূমিকা :—সমুদিল বৃন্দাবন উজলিয়া ইন্দু,—
দিব-সুন্দরীর ভালে চন্দন-বিন্দু ।
নারীজনে কলঙ্কিনী করিবার পাপে কি,
চাঁদে প্রকাশিত তার কলঙ্ক দাগটি ? ১
শশধর-বিস্তিত, বন ভাতে হাসিতে ;
বিলম্ব কেন তবু মাধবের আসিতে ?
বিধুরা হইল রাধা মাধবে না লখিয়ে ;
কুকারি কাঁদিয়া তাই কহিছে সে সখীরে :-

ত্রয়োদশ গীতি ।*

(মালব রাগ, যতি তাল)

কথিত কাল (ও)	অতীত, হা লো !
	কাননে হরি আসিল কৈ ?
বিফল হ'ল	মম অমল
	এ রূপ বয়ঃ আজি লো সই ! ১

ସଦନ୍ନୁଗମନାୟ ନିଶି ଗହନମପି ଶୀଳିତଂ
ତେନ ମମ ହୃଦୟମିଦମମଶରକୀଳିତଂ ॥ ୨ ॥

ମମ ମରଣମେବ ବରମତିବିତଥକେତନା ।
କିମିହ ବିଷହାମି ବିରହାନଳମଚେତନା ॥ ୩ ॥

ମାମହହ ବିଧୁରୟତି ମଧୁରମଧୁସାମିନୀ ।
କାପି ହରିମନ୍ନୁଭବତି କୃତସ୍ନୁକୃତକାମିନୀ ॥ ୪ ॥

ଅହହ କଲୟାମି ବଳୟାଦିମଣିଭୂଷଣଂ ।
ହରିବିରହଦହନବହନେନ ବହ୍ନଦୂଷଣଂ ॥ ୫ ॥

କୁସ୍ମନ୍ତକୁମାରତନ୍ନୁମତନ୍ନୁଶରଲୀଳୟା ।
ଅଗପି ହୃଦି ହସ୍ତି ମାମତିବିଷମଶୀଳୟା ॥ ୬ ॥

যাহার লাগি এ নিশি জাগি
 রহিলু বনে বিভলা,
 সে কেন করে মদন-শরে
 আমারে এত বিকলা ? ২

দহে কেবল বিরহানল ;
 মিলায়ে এল চেতনা !
 বরণ হোক্ মরণ-ভোগ ;
 কেমনে সহি বেদনা ? ৩

মোরে বিধুর করে মধুর
 মধু-ঋতুর যামিনী !
 হরির সেবা না জানি কেবা
 করে স্তভগা কামিনী ! ৪

এ কি অসহ ! হরি-বিরহ-
 তাপে যে দেহ জরিছে !
 মণি-খচিত বলগ্নাদি ত
 অধিকতর দহিছে । ৫

হইল খর কুসুম-শর
 সম এ মম ফুলের হার ;
 দহে অতনু সতত তনু
 —কুসুম সম স্নকুমার । ৬

ଅହମିହ ନିବସାମି ନଗନିତବନବେତସା ।

ସ୍ମରତି ମଧୁସୂଦନୋ ମାମପି ନ ଚେତ୍ତସା ॥ ୧ ॥

ହରିଚରଣଶରଣଜୟଦେବକବିଭାରତୀ ।

ବସତୁ ହାଦି ଯୁବତିରିବ କୋମଳକଳାବତୀ ॥ ୮

ତଂ କିଂ କାମପି କାମିନୀମଭିସ୍ତତଃ କିଂବା କଳାକେଳିଭି-
ର୍ବକ୍ତୋ ବନ୍ଧୁଭିରନ୍ଧକାରିଣି ବନାଭ୍ୟର୍ଣ୍ଣେ କିମୁଦ୍ଭ୍ରାମ୍ୟତି ।

କାନ୍ତଃ କ୍ଳାନ୍ତମନା ମନାଗପି ପଥି ପ୍ରସ୍ତାତୁମେବାକ୍ଷମଃ

ସଙ୍କେତୀକୃତମଞ୍ଜୁବଞ୍ଜୁଲତାକୁଞ୍ଜେହପି ସମ୍ନାଗତଃ ॥ ୧ ॥

ଅଥାଗତାଂ ମାଧବମନ୍ତରେଣ ସଖୀମିୟଂ ବୀକ୍ଷ୍ୟ ବିଷାଦମୁକାଂ

ବିଶଙ୍କମାନା ରମିତଂ କୟାପି ଜନାର୍ଦ୍ଦନଂ ଦୃଷ୍ଟବଦେତଦାହ ॥ ୨

না গণি মনে বেতসগণে,
এ ঘন বনে বিচরি !
আমাকে তবে ভুলিয়া রবে
কেন এ ভবে শ্রীহরি ? ৭

হরি-চরণ করি শরণ
ভণিল কবি কবিতা ;
লভ কোমলা কাব্য-কলা,
যেন যুবতী বনিতা ।

অভিসার-সঙ্কেতে বঞ্জল কুঞ্জে
অনাগত রবে হরি,—জানি নি ।
বুঝিবা কোথাও তবে কেলি-কলা ভুঞ্জে,
পেয়ে অভিসারে নব কামিনী ।
বন্ধুজনের ক্রীড়া-উপরোধে কান্ত
আসিতে কি হল সখী, কান্ত ?
কিংবা আঁধারে নাথ, আজি পথ লান্ত ?
কিবা মম ভাবনায় ক্লান্ত ? ১

মাধবে না এনে দূতী যবে ফিরে আসিল,
কহে রাধা—“আছে হরি কারে ভালবাসি লো ?”
যেন নিজ চোখে দেখা,—হরি যেন রমিছে ;
দূতী-পানে চাহি তাই বিষাদিনী কহিছে । ২

ବସନ୍ତରାଗସ୍ଥିତିତାଳାତ୍ୟାଂ ଗୀୟତେ ।

ସ୍ମରସମରୋଚିତବିରଚିତବେଶା

ଦଳିତକୁସୁମଦରବିଲୁଲିତକେଶା ॥ ୧ ॥

କାପି ମଧୁରିପୁଣା ବିଳସତି ଯୁବତିରଧିକଶୁଣା ॥ ଫ୍ରବମ ॥

ହରିପରିରସ୍ତମ୍ଭବଲିତବିକାରା ।

କୁଚକଳସୋପରି ତରଳିତହାରା ॥ ୨ ॥

ବିଚଳଦଳକଳଲିତାନନଚନ୍ଦ୍ରା । ।

ତଦଧରପାନରତସକୃତତନ୍ଦ୍ରା ॥ ୩ ॥

ଚକ୍ଷୁକକୁଣ୍ଡଳଲିତକମ୍ପୋଳା ।

ମୁଖରିତରସନଜଘନମତିଲୋଳା ॥ ୪ ॥

ଦୟିତବିଲୋକିତଲଞ୍ଜିତହସିତା ।

ବହୁବିଧକୂର୍ଜିତରତିରସରସିତା ॥ ୫ ॥

চতুর্দশ গীতি ।

(বসন্ত রাগ, যতি তাল)

(ধূমা— বিহরিছে মধুরিগু-সহ, আজি সজনী,
আমা হতে সমধিকা গুণবতী রমণী ।)
অর-সমরের তরে ভূষে তহু বেশে সে ।
দলিত কুসুম, তার শিথিলিত কেশে রে ।

হরি-পরিরম্ভনে উথলিতা হরষে ;
তরলিত হার তার উচু কুচ-কলসে । ২

বিচলিত অলকে সে মুখশশী শোভিত ;
অধর-পানের রসে আঁখি আধ মুদিত । ৩

ললিত কপোল তার কুস্তল-হেলনে ;
মুখরিত রসনাটি জ্বনের দোলনে । ৪

দেখে নাথ-মুখ কতু লাজে, কতু হাসিয়া ;
করিছে কুজন ঘন প্রেম-রসে ভাসিয়া । ৫

ବିପୁଳପୁଲକପଞ୍ଚୁବେପଞ୍ଚୁଭଞ୍ଜା ।
ଅସିତନିମ୍ନୀଳିତବିକସଦନଞ୍ଜା ॥ ୬

ଅମଞ୍ଜଳକଣ୍ଠରମ୍ଭଭଗଶରୀରା ।
ପରିପତିତୋରସି ରତିରଣଧୀରା ॥ ୭ ॥

ଶ୍ରୀଜୟଦେବଭଗିତହରିରମିତଂ ।
କଳିକଲୁଷଂ ଜନୟତୁ ପରିଶମିତଂ ॥ ୮ ॥

ବିରହପାଞ୍ଚୁମୁରାରିମୁଖାମୁଞ୍ଜ-
ଦ୍ରାତିରୟଂ ତିରୟମ୍ନପି ବେଦନାଂ ।
ବିଧୁରତୀବ ତନୋତି ମନୋଭୁବଃ
ହୃଦୟେ ହୃଦୟେ ମଦନବ୍ୟାଥାଂ ॥ ୧ ॥

ଗୀତମ୍ । ୧୫ ।

ଶୁର୍ଜ୍ଜରୀରାଗୈକତାଳୀତାଳାତ୍ୟାଂ ଗୀୟତେ ।

ସମୁଦ୍ଧିତମଦନେ ରମଣୀବଦନେ ଚୁମ୍ବନବଳିତାଧରେ ।
ସ୍ନିଗ୍ଧମଦତିଳକଂ ଲିଖତି ସମ୍ପୁଲକଂ ସ୍ନିଗ୍ଧମିବ ରଞ୍ଜନୀକରେ ॥ ୧ ॥

বিপুল পুলক-ভরে কেঁপে ওঠে অঙ্গ ;
 স্বসে ঘন, মোদে আঁখি, বিকশে অনঙ্গ । ৬

শ্রম-জলকণা রাজে স্নভগার শরীরে ।
 প্রীতি-রণ করি হরি-বুকে আছে পড়ি রে । ৭

ত্ৰীহরি-বিহার-কথা জয়দেব ভণিল ;
 কলির কলুষ যত বিদূরিত হইল । ৮

বিধু মদনের সখা ; তাই তার করে গো
 তাপ যায় ; মোরে হায় আরো দাহে ভরে গো !
 বিরহেতে পাণ্ডুর হরি-মুখ স্মরিয়া,
 পাণ্ডুর চাঁদ হেরি আমি যাই মরিয়া । ১

পঞ্চদশ গীতি ।

(ঞ্জরী রাগ, একতালী তাল)

উদ্ভিত মদন, হেরি	রমণী-বদন ঘেরি'
	চুষন-পিপাসিত অধরে,
পুলকে তিলক লেখে	মৃগমদ-রস মেখে ;
	চাঁদে যেন মৃগ আঁকে কত রে । ১

রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥ ঞ্চবম্ ॥

ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে ।

কুরুবককুসুমং চপলাশ্রমং রতিপতিমৃগকাননে ॥ ২ ॥

ঘটয়তি শ্রুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরুঘিতে ।

মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে ॥ ৩ ॥

জিতবিশলকলে মৃদুভুজযুগলে করতলনলিনীদলে ।

মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ং বিতরতি হিমশীতলে ॥ ৪ ॥

রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাসনে ।

মণিময়রসনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে ॥ ৫ ॥

ধূয়া—যমুনা পুলিনে অই বিজয়ী মুরারি, সহই,
 গোপবধুগণ সহ বিহরে ।
 জলদ-রুচির কেশে কুরুবক গোঁজে হেসে ;
 মেঘেতে চপলা যেন শোভিল ।
 “কেশ-বনে রতি-পতি যুগ সম করে গতি ;”
 তরুণ আননে হরি কহিল । ২

কুচ-পরিসর বেপি’ যুগমদ-রস লেপি
 দিল হরি ; মেঘ যেন আকাশে ।
 তারা সম মণি-হার শোভিল উপরে তার ;
 নখ-রেখা শশীসম বিকাশে । ৩

জিনিয়া মৃণাল, তার ভুজ-যুগ স্নকুমার ;
 করতল—সরোজিনী ফুল্ল ।
 মরকত-বালা তায় পরাইল হরি, হায়,
 কমলে সে যেন অলি-তুল্য । ৪

মদনের তরে যেন কনক-আসন, হেন
 জঘনে সাজিল মণি-রসনা !
 যেন তোরণের কোলে সুন্দর মালা দোলে !
 হেরি হরি-চিতে জাগে বাসনা । ৫

চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপূজিতে ।
বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে ॥ ৬ ॥

রময়তি স্তম্ভশং কামপি স্তম্ভশং খলহলধরসোদরে ।
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে ॥ ৭ ॥

ইহ রসভগনে কুতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে ।
কলিষুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥ ৮ ॥

নায়াতঃ সখি নির্দয়ো যদি শঠত্বং দূতি কিং দূয়সে
স্বচ্ছন্দং বহুবল্লভঃ স রমতে কিং তত্র তে দুষণং ।
পশ্চাচ্ছ প্রিয়সঙ্গমায় দয়িতস্তাকৃশ্যমাণং গুণৈ-
রুৎকণ্ঠার্তিভরাদিব স্কুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্ততি ॥ ১ ॥

কমলা-নিলয় জানি কামিনীর পা ছুখানি,
 (নথ তাহে যেন মণি-মুরতি)
 বক্ষে সে পদ ধরি আলতা মাখান হরি ।
 তিরপিতা যত গোপ-সুবতী । ৬

না জানি সে শঠবর হলধর-সহোদর,
 তুষিছে এমনি কত কামিনী ।
 আমি কেন অরি হরি বিফলে বিরসে মরি ?
 কেন যাপি বনমাঝে যামিনী ? ৭

মধু-রিপু-পদ-দাস কবিকৃত রসাতাস,
 ধ্বনিত এ হরি-লীলা-গীতিতে ।
 কলির কলুষ তায় অতি দূরে চলে যায় ;
 রবে কবি মঙ্গলে প্রীতিতে । ৮

না এল নিদ্রয় শঠ, তাহে সখী বাথা কি ?
 রমে আন-প্রিয়া সহ, তাহে আর কথা কি ?
 এই দেখ, চিত মম তাঁরি শুণে মজিয়া
 তাঁরি দেহে মিলিবারে যায় তহু তেজিয়া । ৯

গীতম্ । ১৬ ।

দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন

তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥ ১ ॥

সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥ ধ্রুবম্ ।

বিকসিতসরসিজললিতমুখেণ ।

স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেণ ॥ ২ ॥

অমৃতমধুরমৃদুতরবচনেন ।

জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন ॥ ৩ ॥

স্থলজলরুহরুচিকরচরণেন

দহতি ন সা হিমকরকিরণেন ॥ ৪ ॥

সজলজলদসমুদয়রুচিরেণ ।

দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ ॥ ৫ ॥

কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন ।

শ্রুতি ন সা পরিজনহসনেন ॥ ৬ ॥

সকলভুবনজনবরতরুণেন ।

বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥ ৭ ॥

ষোড়শ গীতি ।

(দেশবরাড়ী রাগ, রূপক তাল)

(ধৃয়া— রমে যারে বনমালী, সখী ! অতি বতনে,)
 অনিল বিকম্পিত উৎপল-নয়নে
 কিসলয়-শেযে ; তাপ কোথা তার শয়নে ? ১
 বিকশিত সরসিজ সম মুখ ললিত ;
 তাঁরে পেলে মনসিজ-শরে কেবা দলিত ? ২

অমৃত তাঁহার অতি মুহু মধু বচনে ;
 দাহ কি আনিতে পারে মলয়জ পবনে ? ৩

স্থল-জলক্লহ-কুচি তাঁর কর-চরণে
 রহিলে দহিতে নাহে হিমকর-কিরণে । ৪

সজ্জল জলদ-কুচি হরিকে যে লভিবে ;
 বিরহ কি কভু তার চিত আর দহিবে ? ৫

কনক-নিকষ-কুচি শুচি বাস পরনে,
 হেরি পরিজন-হাসি কেবা আনে গগনে ? ৬

সে তরুণতম জনে পায় যদি কামিনী,
 বিরহের অর তার রহে বলি জানিনি । ৭

শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন ।

প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন ॥ ৮ ॥

মনোভবানন্দনচন্দনানিল

প্রসীদ রে দক্ষিণ মুখঃ বামতাং ।

ক্ষণং জগৎপ্রাণ বিধায় মাধবং

পুরো মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ১ ॥

রিপুরিব সখীসম্বাসোহয়ং শিখীব হিমানিলো

বিষমিব স্তম্ভধারশির্ষস্মিন্ ছনোতি মনোগতে ।

হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্বলতে বলাৎ

কুবলয়দৃশাং বামঃ কামো নিকামনিরকুশঃ ॥ ২ ॥

বাখাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ

প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িস্থে ।

কিস্তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈ

রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ৩ ॥

কবির এ বাণী শুনি এস তুমি হরি হে ।
হও গো উদিত মম প্রাণ-মন ভরিয়ে । ৮

চন্দন-সুরভিত, মনোভবানন্দ
দক্ষিণ বায়ু ! কেন রাধা সহ দ্বন্দ্ব ?
ওগো জগতের প্রাণ, অল্পনয়ে কহি গো,
মাধবে দেখাও আগে, পরে মোরে বধিও । ১

যাঁহাকে করিলে মনে	সহবাস সখীসনে
	হয় রিপু-সহবাস প্রায় রে ;
অনিল অনল হয়,	সুধাকর বিষময়,
	সে নিদ্রা পানে চিত ধায় রে ।
স্ববশে কামিনীগণ	রাখিতে না পারে মন ;
	প্রতিকূল নিজ প্রাণ হায় রে ।

করগো পীড়ন	ওগো সমীরণ,
	পড় ফুল-শর বৃকে গো ।
যাহা হয় হবে,	রাধা হেথা রবে ;
	গৃহে না ফিরিবে ছুখে গো ।
ওগো তাপহরা	যম-সহোদরা
	যমুনে ! জুড়াও জালা এ ।
তব শীতধারে	ডুবি একেবারে
	বাঁচিবে গোপের বালা রে ! ৩

প্রাতর্নীলনিচোলমচ্যুতমুরঃ সংবীতপীতাংশুকঃ
 রাধায়াশচকিতং বিলোক্য হসতি শ্বৈরং সখীমণ্ডলে ।
 ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে
 স্নেহস্নেহমুখোহয়মস্ত জগদানন্দায় নন্দাত্মজঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বিপ্রলঙ্কাবর্ণনে নাগরনারায়ণো
 নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ।

অষ্টমঃ সর্গঃ

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়
 স্মরশরজর্জরিতাপি সা প্রভাতে ।
 অনুনয়বিনয়ং বদন্তমগ্রে
 প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ং ॥ ১ ॥

গীতম্ । ১৭ ।

ভৈরবীরাগযতিতানাত্যাং গীয়তে ।

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষং ।
 বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশং ॥
 হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদং ॥১॥

একদা প্রভাত বেলা দৌহে তুল করি গো,
 রাধা পরে পীত বাস, নীলাশ্বরী হরি গো ।
 হেরি সখীগণ উঠে কল-কলে হাসিয়া ;
 হাসিলেন হরি তাহে সবে ভালবাসিয়া ।
 ত্রীহরির সেই স্মিত মুখখানি ভূতলে
 রাখুক ভকত জনে আননে ও কুশলে । ৪
 ইতি বিপ্রলঙ্কা-বর্ণনে নাগরনারায়ণনামে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ।

অষ্টম সর্গ ।

বা বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি ।

কোন মতে যাপিয়া সে যামিনী
 স্মর-স্মর-পরাত্নতা কামিনী
 হেরিল প্রভাতে তথা, বঁধু কহে চাটু কথা ;
 উপেক্ষিয়া সে মিনতি-প্রণতি,
 অস্বপ্নায় কহে বাণী শ্রীমতী । ১

সপ্তদশ গীতি ।

(ভৈরবী রাগ, যতি তাল)

রজনী-জনিত গুরু	জাগরণে কষায়িত
	অলস নয়ন তব হেরি হে ।
প্রিয়া-প্রেম-রসাবেশে	আঁখি তব প্রসারিত ;
	কেন এলে এ ভবনে হরি হে ? ১

তামমুসর সরসীরহলোচন যা তব হরতি বিষাদং ॥ ১ ॥

কঙ্কলমলিনবিলোচনচুস্বনবিরচিতনীলিমরুপং ।

দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরমুরূপং ॥ ২ ॥

বপুরমুহরতি তব স্মরসঙ্গরখনখনকতরেখং ।

মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখং ॥ ৩ ॥

চরণকমলগলদলকৃতকসিক্তমিদম্ভব হৃদয়মুদারং ।

দর্শয়তীৰ বহির্মদনদ্রমনবকিশলয়পরিবারং ॥ ৪ ॥

দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদং

কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদং ॥ ৫ ॥

বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোহপি ভবিষ্যতি নুনং ।

কথমথ বক্ষয়সে জয়মমুগতমসমশরজ্বরদূনং ॥ ৬ ॥

ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রং ।

প্রথয়তি পূতনিকৈব বধুবধনির্দয়বালচরিত্রং ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপং ।

শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোহপি দুরাপং ॥ ৮ ॥

ধূয়া—ফিরে যাও হে মাধব ! কিবা ফল কৈতব বচনে ?
 বারে পেয়ে প্রীত অতি, যাও তুমি সে যুবতী সদনে ।
 চুমিয়া কাজল, রাঙ্গা অধরেতে নীলিমা ;
 কৃষ্ণ-তনুর এই অনুরূপ কালিমা । ২

দেহে তব স্মর-রঞ্জন-জাত নখ-রেখা হে !
 সোণা দিয়ে মরকতে “রতিজন্ম-লেখা” এ । ৩

পায়ের আলতা-দাগ, বুকে তব বল্লভ !
 মদন-তরুতে যেন শোভে নব পল্লব । ৪

অধরে দশন-দাগ হেরি করি খেদ গো !
 মিছা ভাবি,—“আমা দোহে নাহি কোন ভেদ গো”।

দেহের বরণ তব, স্নান প্রাণে তুলনা ।
 অনুরূপতা স্মর-জিতা জনে কেন ছলনা ? ৬

ভ্রমিতেছে বনে বনে অবলায় বধিতে ;
 প্রথিত রমণী-বধ পূতনার চরিতে । ৭

খণ্ডিতার এ বিলাপ জয়দেব ভণিল ;
 মধু-গীতি, দেবহুল্লভ সুধা ফরিল । ৮

তদেবং পশুস্ত্যুঃ প্রসরদমুরাগং বহিরিব
 প্রিয়াপাদালস্তচ্ছুরিতমরুণছোতিহৃদয়ং ।
 মমাত্ত প্রখ্যাতপ্রণয়ভরভঞ্জন কিতব
 হৃদ্যালোকঃ শোকাদপি কিমপি লজ্জাং জনয়তি ॥ ১ ॥

অস্তমোহনমৌলি ঘূর্ণনচলনন্দারবিশ্রংসন
 স্তব্ধাকর্ষণদৃষ্টিহর্ষমহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাং ।
 দৃপ্যদানবদূয়মানদিবিষদুর্বার দুঃখাপদাং
 ভ্রংশঃ কংসরিপোর্ব্যপোহতু স বোহশ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥২॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে খণ্ডিতাবর্ণনে
 বিলঙ্ঘনশ্রীপতিনার্মাষ্টমঃ সর্গঃ ॥

নবমঃ সর্গঃ ।

তামথ মন্থখিমাং রতিরসভিমাং বিষাদসম্পমাং ।
 অনুচিস্তিতহরিচরিতাং কলহাস্তরিতামুবাচ রহঃ সখী ॥ ১

প্রিয়া-পদ-আলতায় বুকখানি রঞ্জিত ;
হৃদয়ের প্রীতি তব যেন প্রতিবিম্বিত ।
জানি, ভালবাস নাক ; হৃথ নাহি, তায় গো !
তুমি যে নিলজ্জ শঠ, তাই লাজ পায় গো । ১

বাঁশরীর রবে সবে প্রীতি-সুখ-মগনা,
মস্ত্র-মোহিতা হয় কুরঙ্গ-নয়না ;
ঘুরে যায় মাথা ; চাহে পুলকের ভরে গো ;
কবরী খুলিয়া পড়ে, ফুলদাম ঝরে গো ;
দানব-দলন দেবগণ তাহে স্তম্বিত ।
কংসারির বংশীরবে হোক্ সুখ অমিত । ২

ইতি খণ্ডিতা-বর্ণনে বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি নামক অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ।

নবম সর্গ

বা মুগ্ধ মুকুন্দ ।

স্বরাভূরা চিস্তিতা, প্রীতি-সুখ-বঞ্চিতা
ছিল মানভরে রাধা বিজনে ।
কোপিনী মানিনী রাই ! সখী তারে কহে তাই
প্রবোধিয়া নানা মধু-বচনে ॥ ১

রামকিরীরাগযতিতালভ্যাং গীয়তে ।

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে ।

কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে ॥ ১ ॥

মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥ ধ্রুবম্ ॥

তালফলাদপি গুরুমতিসরসং ।

কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসং ॥ ২ ॥

কতি ন কথিতমিদমশুপদমচিরং ।

মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরং ॥ ৩ ॥

কিমিতি বিষীদসি রোদিসি বিকলা ।

বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা ॥ ৪ ॥

সজল নলিনীদলশীলিতশয়নে ।

হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥ ৫ ॥

নবম সর্গ ।

৯৫

অষ্টাদশ গীতি ।

রামকিরী রাগ, যতি তাল ।

অভিসারে হরি তব সদনে !

হেন স্মৃতি কিবা সখী, ভবনে ? ১

ধূয়া—মাধবে করো না মান, মানিনী !

তাল-ফল হতে গুরুতর এ

সরস তোমার পয়োধর হে ;

কেন গো বিফল তায় কর হে । ২

যত কথা কহি, কেন মান না ?

হরি কি রুচির, তা কি জান না ?

তাজ্জ, তাঁরে তেজিবার ভাবনা । ৩

কেন তুমি বিষাদিনী অবলে ?

কেন বা কাঁদিয়ে মিছে বিকলে ?

হেসে সারা যুবতীরা সকলে ! ৪

সজ্জল নলিনী-দল-শয়নে

হেরিয়া হরিকে আজি নয়নে,

সফলতা লভ তব জীবনে । ৫

জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদং
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদং ॥ ৬ ॥

হরিরূপযাতু বদতু বহুমধুরং ।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরং ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতং ।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতং ॥ ৮ ॥

স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎ প্রণমসি স্তব্বাসি যদ্রাগিণি
দেবস্থাসি যদ্রুমুখে বিমুখতাং যাতাসি তস্মিন্ প্রিয়ে ।
তদ্যুক্ত বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চাবিষং
শীতাংশুস্তপনো হিমং হৃতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ ॥ ১

সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিসম্বৃন্দৈরমন্দাদরাৎ
আনত্রৈমূকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দীবরং ।

শোন মোর কথা একবার গো,
দূর কর গুরু খেদ-ভার গো ।
রবে না বিরহ-বাথা আর গো । ৬

হরিকে আসিতে দাও পারশে ;
শোন মধু-বাণী তাঁর হরষে ।
কেন গো আকুল হও বিরসে ? ৭

জয়দেব-বিরচিত ললিত,
শ্রীহরির রসময় চরিত,
করুক রসিক জনে স্মৃতিত । ৮

প্রিয়জনে পরুষতা ! উদাসিনী প্রণতে ;
অনুরাগী জনে তব বিমুখতা প্রমদে !
বিপরীত আচরণ কর বলে' বন্দে,
চন্দন বিষ তব, রবি-তাপ চক্রে ;
প্রেমেতে যাতনা তব, উত্তাপ তুমারে ;
নিজ দোষে রাধা তব আজি হেন দশা রে । ৯

হরি-পদে নত-শিরে নমে যবে ইন্দ্র,
মুকুটের মণি তাঁর
শোভা পায় আনিবার,

গীতগোবিন্দ ।

স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলানন্দাকিনীমেহুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে কলহাস্তরিতা বর্ণনে মুগ্ধমুকুন্দো
নাম নবমঃ সর্গঃ ।

দশমঃ সর্গঃ ।

অত্রাস্তুরে মন্থণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং স্মুখীমুপেত্য ।
সত্রীড়মীক্ষিত সখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদগদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥ ১ ॥

গীতম্ । ১৯ ।

দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালভাং গীয়তে ।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী

অলি যথা শোভে লভি নব অরবিন্দ ।
মন্দাকিনীর মকরন্দেতে লিপ্ত,
গোবিন্দের পদ আমি বন্দি গো নিত্য । ২

ইতি কলহাস্তরিতা বর্ণনে মুগ্ধ মুকুন্দ নামক নবম সর্গ সমাপ্ত ।

দশম সর্গ ।

বা মুগ্ধ মাধব ।

তারপরে যবে রোষ কিছু উপশমিত
(যদিও বদন ম্লান, নিশ্বাসে মথিত,)
ভূষিতে রাধাকে হরি আসিলেন সাঁঝে গো ।
সখী-মুখপানে রাধা চাহিলেন লাজে গো ।
সানন্দে গদগদস্বরে, হরি অতি প্রেমভরে,
রাধা-পদে সবিনয়ে কত ক্ষমা যাচে গো । ১

উনবিংশ গীতি ।

দেশবরাড়ী রাগ, অষ্টতাল ।

যদি গো কথা কহ শ্রীরাধে ! *
দশনে ঝলি' কৌমুদী,

* প্রস্তুতি শ্লোকের প্রথম লাইনকে এক লাইন ভাঙিতে হইবে । পড়িবার সুবিধায়
হস্ত ভাগ করিয়া দুই দুই বসাইয়াছি । অন্ত ভাঙ্গা লাইনে মিল আছে ।

হরতি দরতিমিরমতিঘোরং ।

স্কুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা, রোচয়তি লোচনচকোরং ॥

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং ।

সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং

দেহি মুখকমলমধুপানং ॥ ১ ॥ ধ্রুবম্ ॥

সত্যমেবাসি যদি স্তদতি ময়ি কোপিনী

দেহি খরনয়নশরঘাতং ।

ষটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং

ষেন বা ভবতি স্তুতজাতং ॥ ২ ॥

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং

ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং ।

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমমুরোধিনী

তত্র মম হৃদয়মতিযত্নং ॥ ৩ ॥

হরিবে মোর	তিমির ঘোর, ললনে !
চকোর সম	লুক্ক মম
অধর-সীধু	নয়ন ছ'টি নিরবধি,
	যাচিছে বিধুবদনে ! ১

ধূয়া—ওগো 'ও প্রিয়ে,	সুচারুশীলে !
	তাজ এ বৃথা মান ।

মদনানলে মানস জলে,
দেহ গো মুখ কমল-দলে

	করিতে মধুপান ।
সত্য যদি	ওগো সুদতি,
	কোপিণী তুমি এ জনে,
এখনি খর	নয়ন-শর হান গো !
ভূজের বাধে,	বাধ গো রাধে,
	আঘাত কর দশনে ;
ঘুচিবে হুখ,	লভিবে সুখ প্রাণ গো । ২
অঙ্গে মম	ভূষণ তুমি,
	জীবন তুমি আমার-ই,
ভব-জলধি	মাকারে নিধি রত্ন ;
রাধে গো ! নিতি	লভিতে প্রীতি
	ভুবন মাঝে তোমার-ই,
সতত করি	হৃদয় ভরি যত্ন । ৩

নীলনলিনাভমপি তন্নি তব লোচনং
 ধারয়তি কোকনদরূপং ।
 কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
 কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং ॥ ৪ ॥

স্বরূপতু কুচকুন্তয়োরূপরি মণিমঞ্জরী
 রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশং ।
 রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
 ঘোষয়তু মন্থথনিদেশং । ৫ ॥

স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
 জনিতরতিরঙ্গপরভাগং ।
 ভণ মস্থণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
 সরসলসদলন্তকরাগং ॥ ৬ ॥

স্বরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
 দেহি পদপল্লবমুদারং ।

নীল-নলিনী

তুল্য তব

নয়ন-যুগ, লোহিত গো !

রক্ত-দল

পদ্ম হ'ল ললনা ।

যদিগো ওহে,

সে সরোরুহে

কৃষ্ণে কর মোহিত গো,

সফল হবে

কমলে তবে তুলনা । ৪

দোলাও

কুচ-কুস্তে আজি

মণি-খচিত মঞ্জরী

রঞ্জি' তব

বক্ষে নব সুষমা ;

মেখলা গাছি

জ্বনে বাজি'

উঠুক ঘন গুঞ্জরি,

মদনাদেশ

করি বিশেষ ঘোষণা । ৫

স্থল-কমল

বিজয়ী তব

চরণে, ওগো ললনে,

আদেশ কর

বুকের পরে রাখিব ;

জাগাতে রতি-

রঙ্গে মতি,

আমি গো অতি যতনে—

আপনা হাতে

আলতা তাতে মাখিব । ৬

স্বর-গরল খণ্ডিয়া—

এ শির মম মণ্ডিয়া

প্রাসর রাখে, উদার পদ-পল্লবে ।

জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারং ॥ ৭ ॥

ইতি চটুলচাটুপটুচারু মুরবৈরিণো
রাধিকামধিবচনজাতং ।
জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবি-
ভারতীভণিতমতিশাতং ॥ ৮ ॥

পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং হুয়া সততং ঘন-
স্তনজঘনয়াক্রান্তে স্বাস্তে পরানবকাশিনি ।
বিশতি বিতনোরন্যো ধন্যো ন কোহপি মমাস্তুরং
প্রণয়িনি পরীরস্তারস্তে বিধেহি বিধেয়তাং ॥ ১ ॥

মুখে বিধেহি ময়ি নির্দয়দন্তদংশং-
দোবল্লিবন্ধনিবিড়স্তনপীড়নানি ।
চণ্ডি তমেব মুদমঞ্চয় ন পঞ্চবাণ-
চাণ্ডালকাণ্ডলনাদসবঃ প্রয়াস্তি ॥ ২ ॥

মদনে যেন অনল জ্বালা,
এখন তাহে নিভাও বালা ;
করগো আজি শীতল তব বল্লভে । ৭ *

চটুল-চাটু	বচনে পটু
	মুরারি,—করি আরতি,
মধুরে ভাবি'	তুঝিল আসি রাধিকায় ।
পদ্মাবতী-	পতি স্মৃতি
	জয়দেবের ভারতী,
নিখিল ভব	দীপিবে নব প্রতিভায় । ৮

শঙ্কা কেন গো মিছে কর প্রেম-ভঞ্জে ?
তুমি ছাড়া প্রাণ-মাবে, একেলা মদন আছে ;
করি না বসতি আমি আর কারো সঙ্গে ।
দাও অনুমতি, বাঁধি তব-তনু অঙ্গে । ১

নির্দয় হয়ে মোরে দংশ গো দন্তে ;
বুকে কর নিপীড়ন, বাঁধ ভুজ-বন্ধে ।
শাসন করিয়া মোরে স্তম্ভী হও হরষে ।
চণ্ডাল কাম যে গো থরশর বরষে । ২

* সপ্তম শ্লোকটি আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন ছন্দে রচিত মনে হইতে পারে ; কিন্তু ক্রন্দন
হরটি ঠিক বজায় আছে ।

শশিমুখি তব ভাতি ভঙ্গুরক্র-
 যুবজনমোহকরালকালসর্পী ।
 হৃদ্বদিতভয়ভঞ্জনায় যুনাং
 হৃদধরসীধুসুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ ॥ ৩ ॥

ব্যথয়তি বৃথা মৌনং তস্মি প্রপঞ্চয় পঞ্চমং
 তরুণি মধুরালাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ ।
 স্মমুখি বিমুখীভাবং তাবদ্বিমুঞ্চ ন মুঞ্চ মাং
 স্বয়মতিশয়স্নিগ্ধে মুগ্ধে প্রিয়োহয়মুপস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
 বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোহয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধুকচ্ছবি-
 র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনং ।
 নাসাভ্যোতি তিলপ্রসূনপদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
 প্রায়স্তম্বমুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥ ৫ ॥
 দৃশৌ তব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনং
 গতির্জনমনোরমা বিজিতরন্তমুরুদ্বয়ং ।

নাগিনীর মত ওই ক্রভঙ্গি হেরিয়া,
ওগো ও কোপিনী ! আমি উঠিতেছি ডরিয়া ;
মঞ্জ-ওষধি তব অধরের সীধু রে !
প্রদানি তা আশ্বাস দেহ ভয়-বিধুরে । ৩

ব্যথা লাগে ; কথা কও সুমধুর পঞ্চমে ।
অভিমান ভুলে যাও ; মোর মুখপানে চাও ;
এসেছি কাতর চিতে অভিমান-ভঞ্জে । ৪

অনঙ্গ ভুবনজয়ী, তব মুখ-সেবনে ;
মদন-আয়ুধ যত তব মুখে নয়নে ।
কপোলে মধুক ফুল, বক্কুক অধরে,
কুন্দের কলি দাঁতে, নাসে তিল ফুল ভাতে,
নয়ন শোভিছে নীল নলিনীর মত রে । ৫ +
ইন্দু-সন্দীপনী বদনের শোভা ;

মদালসা তুমি নয়নে ।

রক্তার মত উরু মনোলোভা ;

মনোরমা তুমি গমনে ।

রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রবা-
বহো বিবুধযৌবতং বহসি তস্মি পৃথ্বীগতা ॥ ৬ ॥

প্ৰীতিং বস্তমুতাং হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্কং রণে
রাধাপীনপয়োধরস্মরণকৃৎকুন্তেন সন্তেদবান্ ।
যত্র স্থিতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিপ্তে দিপে তৎক্ষণাৎ
কংসস্থানমভূজিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলঃ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্ৰীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে নানিনীবর্ণনে মুখ্যমাধবো
নাম দশমঃ সর্গঃ । ১০ ।

রতি-কলাবতী ! ক্রম্ভগলে নব
 সূচাকু চিত্র লেখা গো !
 মরত-বাসিনী ! অগ্নিতে তব
 স্মরনারী যায় দেখা গো । ৬ *

কুবলয়াপীড়ো+ রণে বধিতে পড়িল মনে
 রাধা-কুচ-কুম্ভ ; তাই বিলম্ব হরির
 হইল নিধনে তার ; অগ্নে বহে স্বেদ-ধার,
 নিমীলিত হল আঁখি পরে সে করীর ।
 সংহার করিলে পরে, কংস-পক্ষ ছুঃখ-ভরে
 করেছিল কোলাহল ; আনন্দিত হরি ।
 সেই সদানন্দ-চিত্ত, ভক্তজ্ঞান-প্রাণ নিত্য
 দিবেন করুণা করি ভক্তি-প্রীতি ভরি । ৭
 ইতি মানিনী-বর্ণনে মুগ্ধমাধব নামক দশম সর্গ সমাপ্ত ।

ইন্দুসন্দীপনী, মদালসা, রত্না, মনোরমা, কলাবতী ও চিত্রলেখা, স্মর-যুবতীদের

কুবলয়াপীড়—হাতীর নাম ।

একাদশঃ সর্গঃ ।

সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা যুগাক্ষীং
গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাং ।
রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে
ক্ষুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ ॥ ১ ॥

গীতম্ । ২০ ।

বসন্তরাগযতিতালাত্যাং গীয়তে ।

বিরচিতচাটুবচনরচনং চরণে রচিতপ্রণিপাতং ।
সম্প্রতি মঞ্জুলবঞ্জুলসীমনি কেলিশয়নমনুষ্যাতং ।
মুঞ্জে মধুমখনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥ ১ ॥ প্রবম্ ॥

ঘনজঘনস্তনভারভরে দরমস্থরচরণবিহারং ।
মুখরিতমণিমঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালবিকারং ॥ ২ ॥

একাদশ সর্গ ।

বা সানন্দ গোবিন্দ ।

ভূষি নানা অন্নয়ে রাধিকারে সাধিয়া,
নিকুঞ্জ-শয়নে হরি চলিলেন সাজিয়া ।
রচিয়া রুচির ভূষা সাজে রাধা আঁধারে
অনুভবি মনোভাবে । কহে সখী তাঁহারে । ১

বিংশ গীতি ।

বসন্ত রাগ যতি তাল ।

বিরচিয়ে চাটুবাণী, ভূষি কত যতনে,
করি প্রণিপাত তব চরণে,
সম্প্রতি মঞ্জুল-বজ্রুল-কুঞ্জে
অপেখিছে তোরে কেলি-শয়নে । ১

ধূয়া— ওগো রাধে মুখে !

অনুসর অনুগত মধুমথনে ।
হে ঘন-জঘন-স্তন-ভার-নতা ললনে !
চল তুমি মস্থর গতিতে ;
মঞ্জীর-মণি-কর-মুখরিত চরণে,
পরাজি মরালে কলধ্বনিতে । ২

শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজনমোহনমধুরিপূরাবং ।
কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবং ॥ ৩ ॥

অনিলভরলকিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরস্বং ।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতিমুখং বিলস্বং ॥ ৪ ॥

স্ফুরিতমনজ্জতরঙ্গবশাদিব সূচিতহরিপরিরস্তং ।
পৃচ্ছ মনোহরহারবিমলজলধারমমুং কুচকুস্তং ॥ ৫ ॥

অধিগতমখিলসখীভিরিদং তব বপূরপি রতিরণসজ্জং ।
চণ্ডি রণিতরসনারবডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জং ॥ ৬ ॥

স্মরশরসুভগনখেন করেণ সখীমবলস্য সলীলং ।
চলবলয়কণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলং ॥ ৭ ॥

তরুণী-মোহন-বাণী শুনিবে গো শ্রবণে,
 মধুরিপু যবে কথা কহিবে ;
 মদনের দূত পিক, গাবে বন-ভবনে ;
 তাহে অতি বিমোহিতা হইবে । ৩

অনিলে ছায়ায় লতা,—কিশলয় হেলায়ে,
 কর তুলি' ঠারে তোরে হেরি গো ।
 চল তবে সুন্দরী, বহে যায় বেলা যে !
 কেন আর কর মিছে দেরি গো ! ৪

জল-ধারা সম হার তব কুচ-কুস্তে
 কম্পিত মদন তরঙ্গে ;
 সূচিত তোমার আশা,—হরি-পরিরস্তে ;
 অনুসর, যে নিদেশ অঙ্গে । ৫

বুঝেছি ত মোরা সবে করেছ যে রচনা,
 দেহে তব রতি-রণ-সজ্জা ;
 বাজাও সমরে তবে রিনি-কিনি রসনা ;
 কেন আর কর বল লজ্জা ? ৬

স্বরের শরের মত অঙ্গুলিগুলি এ
 মোর করে বাঁধি একবার গো,
 চল ধীরে লীলা-ভরে ; সঙ্গীত তুলিয়ে
 বলয় ঘোষিবে অভিসার গো । ৭

শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃতহারমুদাসিতবামং ।
 হরিবিনিহিতমনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামং ॥ ৮ ॥

সা মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ
 প্রীতিং যাস্ত্যতি রংস্ততে সখি সমাগত্যেতি সঞ্চিস্তয়ন্ ।
 স হাং পশ্যতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্নিহতি
 প্রত্যাঙ্গগচ্ছতি মূচ্ছতি স্থিরতমঃ পুঞ্জো নিকুঞ্জে প্রিয়ঃ ॥ ১

অঙ্কোর্নিক্শিপদঞ্জলং শ্রবণয়োস্তাপিচ্ছগুচ্ছাবলীং
 মূর্চ্ছি শ্যামসরোজদাম কুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকং ।
 ধূর্তানামভিসারসত্বরহদাং বিষঙ্ নিকুঞ্জে সখি
 ধ্বাস্তং নীলনিচোলচারু স্মৃদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি ॥ ২ ॥

কণ্ঠের তটে তব কবি জয়দেব-গীতি

রাখ গো, রতন-হার তুলা ।

কিবা ছার আনু হার, কিংবা রমণী প্রীতি ?

তাহে কি গো আছে এত মূল্য ? ৮

কহি' প্রীতি-কথা, প্রতি অঙ্গ আলিঙ্গিয়া,

রসিবে হরিকে তুমি, সখীহে !

সেই কথা মনে মনে আঁধারেতে চিস্তিয়া—

শিহরিছে হরি তোরে লখিতে ।

ধান-বলে প্রাণমাঝে তব রূপ সঞ্চিয়া,

কম্পিত মুর্ছিত কভু বা ।

বহে শ্বেদ বারি তাঁর তনুখানি সঞ্চিয়া ;

এমনি অপেখে তোরে বঁধুয়া । ১

যায় নারী অভিসারে, আঁধার, ঘেরিয়া তারে

আলিঙ্গিয়া প্রতি অঙ্গ দেয় আভরণ ;

নীল-সাড়ীখানি তার ঘন ক্লক তমিশার ;

অন্ধকার-ই যেন তার আঁখির অঞ্জন ;

তমালের পত্র সম, কর্ণ-ভূষা হ'ল তমঃ,

নীলোৎপল-মালা শিরে আঁধার তাহার ;

কস্তুরিকা-পত্র কুচে রচে অন্ধকার । ২

কাশ্মীরগৌরবপুষামভিসারিকানাং
 আবদ্ধরেখমভিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ ।
 এতত্তমালদলনীলতমং তমিস্রং
 তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি ॥ ৩ ॥

হারাবলীতরলকাঞ্চনকাঞ্চিদাম-
 মঞ্জীরকঙ্কণমণিদ্ভাতিদাপিতস্ত ।
 দ্বারে নিকুঞ্জনিলয়স্ত হরিং নিলোক্য
 ব্রীড়াবতীমথ সখ্যামিয়মিত্যুবাচ ॥ ৪ ॥

গীতম্ । ২১ ।

দেশবরাড়ীরাগ রূপকতালাভাঃ গীয়তে ।

মঞ্জুতরবুঞ্জতলকেলিসদনে ।
 প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
 বিলস রতিরভসহসিতবদনে ॥ ১ ॥

নবভবদশৌকদলশয়নসারে ।
 প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
 বিলস কুচকলসতরলহারে ॥ ২ ॥

অভিসারে যায় নারী ; তমালের পত্রে তারি
কুক্কুমের যত রঞ্জা লাভণ্য দীপিতা ;
হেমের নিকষ সম আঁধার ভাঙিতা । ৩

রাধিকার হারাবলী, কাঞ্চন-মেথলা
মঞ্জীর, কঙ্কণ, করে রজনী উজ্জলা ।
নিকুঞ্জ নিলয়-দ্বারে হরিকে নিরখি
লজ্জিতা হইল বালা । কহে তারে সখী ।

একবিংশ গীতি ।

দেশবরাড়ী রাগ, রূপকতাল ।

নঞ্চুতর কুঞ্জতলে
 এ কেলি সদনে,
ওগো ও রাধে ! বিলাস-সাধে
 হসিত বদনে । ১

ধূলা—এস গো তুমি মাধব-সমীপে ।
কোমল নব অশোক-দল-
 রচিত শয়নে,
দোলায়ে হার বুকে তোমার
 বিলাস-বাসনে । ২

কুসুমচয়রচিতশুচিবাসগেহে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস কুসুমসুকুমারদেহে ॥ ৩ ॥

চল মলয়বনপবনস্বরভিশীতে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস রতিবলিতললিতগীতে ॥ ৪ ॥

বিততবহুবল্লিনবপল্লবঘনে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস চিরমলসপীনজঘনে ॥ ৫ ॥

মধুমুদিতমধুপকুলকলিতরাবে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস মদনরত্নসরসভাবে ॥ ৬ ॥

মধুরতরপিকনিকরনিদামুখরে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস দশনরুচিরুচিরশিখরে ॥ ৭ ॥

কুসুমচয়	রচিত শুচি হরির এ গেহ ।
কুসুম সম	কোমল কম তোমার এ দেহ । ৩
চল-মলয়	পবনে বন স্বরভি, স্রুত ;
গাহি ললিত	রতি-বলিত মধুর স্রুত । ৪
বহুল লতা	পল্লবেতে আবৃত ভবনে
বহু বিলাসে	রস-পিয়াসে, হে পীন-জঘনে ! ৫
মধু-মাতাল	মধুপকুল- কলিত ভবনে,
দীপি সরস	মদন-রস চিত্ত-সদনে । ৬
কুঞ্জখানি	অতি মুখর, শিখরী-দশনা !
মধুরতর	পিক-নিকর নিমাদে ললনা ! ৭

বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে ।

কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি

ভগতি জয়দেব কবিরাজরাজে ॥ ৮ ॥

হাং চিন্তেন চিরং বহ্নয়মতিশ্রান্তো ভূশস্তাপিতঃ

কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি সুধাসংবাধবিন্ধাধরং ।

অস্ত্রাকং তদলঙ্কুরু ক্ষণমিহ ক্রক্ষেপলক্ষ্মীলব-

ক্রীতে দাস ইবোপসেবিতপদাস্তোজে কুতঃ সস্ত্রমঃ ॥ ১ ॥

সা সমাধবসমানন্দং গোবিন্দে লোললোচনা ।

শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরং প্রবিবেশ নিবেশনং ॥ ২ ॥

গীতম্ । ২২ ।

বরাড়ীরাগ রূপকতালাভ্যাং গীয়তে ।

রাধাবদনবিলোকনবিকসিতবিবিধবিকারবিভঙ্গং

জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিততুঙ্গতরঙ্গং ॥ ১ ॥

পদ্মাবতী-পতি রচিল

এ গীতি তোমারি ;

রাখগো তায় কুশলে পায়,

ওগো ও মুরারি ! ৮

তোমারি ধৈর্য্যান করি হরি পরিশ্রান্ত ;

তপ্ত মদন-তাপে তব প্রিয় কান্ত ।

তোমারি সরম রামা, বসি' প্রিয়-অঙ্কে,

ভৃগু করহ চুষন-পরিরন্তে ;

চাহ যদি কৃপা করি নয়ন-উপান্তে

দাস সম রবে হার ও চরণ-প্রান্তে । ১

গোবিন্দে হেরি রাধা লোল-নয়নে

সজ্জম-যুত হরষে,

শিঞ্জি নৃপুর ঘন বর-চরণে

বায় ধীরে হরি-পারশে । ২

দ্বাবিংশ গীতি ।

বরাড়ীরাগ, রূপকতাল ।

রাধার বদন হেরি হরি-মুখে বিকসিত

মন্মথ-বিকার-বিভঙ্গ ।

জল-নিধি যেন, বিধু-মণ্ডল-দরশনে

তুলিল গো তুঙ্গ তরঙ্গ । ১

হরিমেকরসং চিরমভিলষিতবিলাসং ।

সা দদর্শ গুরুহর্ষবশংবদবদনমনঙ্গবিকাশং ॥ ১ ॥ ধ্রুবম্ ॥

হারমমলতরতারমুরষি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরং ।

স্ফুটতরফেন কদম্বকরম্বিতমিব যমুনাঙ্গলপূরং ॥ ২ ॥

শ্যামলমুদ্রলকলেবরমণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলং ।

নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িতমূলং ॥ ৩ ॥

তরলদৃগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিভরতিরাগং ।

স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদি তড়াগং ॥ ৪ ॥

বদনকমলপরিশীলনমিলিতমিহিরসমকুণ্ডলশোভং ।

স্নিতরুচিকুসুমসমুল্লসিতাধরপল্লবকৃতরতিলোভং ॥ ৫ ॥

ধূয়া—মজি হরি রাধা-রসে

অভিলষে বিজনে বিলাস ।

হেনকালে রাধা তাঁয় হেরিল হরষ-ভরে ;

বদনে মদন পরকাশ !

দীর্ঘ মুকুতা-হার বক্ষে বিলম্বিয়া,

বিভূষিল রাধা, হরি-অঙ্গ ।

যমুনার জলে যেন ভাসিয়া ছলিল গো,

ফেনিল সে লহরী-কদম্ব । ২

শ্রামল-কোমল তাঁর কলেবর-মণ্ডলে

পরিহিত বাস অতি শুভ্র ।

নীল নলিনীটি যেন পীত পরাগেতে ভরা ;

চারু শোভা এমনি অপূৰ্ণ । ৩

তরল চাহনি চোখে সঞ্চরে চঞ্চল ;

অন্তরে রতি-রাগ রাজিছে ;

ফুল কমল' পরে যেন ছুটি খঞ্জন,

শরদে তড়াগ-মাঝে নাচিছে । ৪

বদন-কমল'-পরে রবিসন কুণ্ডল

ছলিছে মিলন যেন লভিতে ।

কুসুম-কোমল হাসি উলসিত অধরে,

রতি-লোভে ভরে চিত চকিতে ॥ ৫

ଶଶିକିରଞ୍ଚୁରିତୋଦରଜଳଧରସୁନ୍ଦରସକୁସୁମକେଶଂ ।
ତିମିରୋଦିତବିଧୁମଂଗଳନିର୍ମଳମଳୟଜତିଳକନିବେଶଂ ॥ ୬ ॥

ବିପୁଳପୁଳକଭରଦନ୍ତୁରିତଂ ରତିକେଳିକଳାଭିରଧୀରଂ ।
ମଣିଗଣକିରଣସମୁହସମୁଞ୍ଚ୍ଛଳଭୂଷଣସୁଭଗଶରୀରଂ ॥ ୭ ॥

ଶ୍ରୀଜୟଦେବଭଗିତବିଭବଦ୍ବିଂଶୀକୃତଭୂଷଣଭାରଂ ।
ପ୍ରଣମତ ହରି ବିନିଧାର ହରିଂ ସୁଚିରଂ ସୁକୃତୋଦୟସାରଂ ॥ ୮ ॥

ଅତିକ୍ରମ୍ୟାପାଞ୍ଚଂ ଶ୍ରବଣପଥପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଗମନ-
ପ୍ରୟାସେନୈବାଞ୍ଜୋଽନ୍ତରତରତାରଂ ପତିତଯୋଃ ।
ତଦାନୀଂ ରାଧାୟାଃ ପ୍ରିୟତମସମାଲୋକସମୟେ
ପପାତ ସ୍ୱେଦାନ୍ମୁ ପ୍ରସବ ଇବ ହର୍ବାଞ୍ଚନିକରଃ ॥ ୯ ॥

ଭଞ୍ଜନ୍ତ୍ୟାନ୍ତଘ୍ନାନ୍ତଂ କୃତକପଟକଂ ଶୃତିପିହିତ-
ସ୍ନିତଂ ଯାତେ ଗେହାଦହିରବହିତାଳୀପରିଜନେ ।

শশী-কর-বিস্তৃত জলধর-শোভা সম
কুম্ভমে গ্রথিত কেশ, লখি গো !
তিনি-র-মাঝারে বিধুমণ্ডল নিম্নল,
চন্দন-তিলকটি সখী গো । ৬

বিপুল পুলক-ভরে অঙ্গ রোমাঞ্চিত ;
যাচে যেন প্রীতি-লালা অধীরে !
নগ্ন-নুকুতায় গড়া উজ্জল বিভূষণ
দীপ্তি লভিল হরি-শরীরে । ৭

হরদেব-বর্ণিত হরির ভূষণ-ছটা
দ্বিগুণিত উজ্জল হবে গো ।
পুণ্য-কলের আশে, প্রাণ ভরি শ্রীহরির
চরণে প্রণাম করি সবে গো । ৮

লজ্জিয়া অপাঙ্গ রাধার নয়ন ছুটি
প্রিয়-দরশন-সুখ-পিয়াসে উঠিল ফুটি ।
হইল নয়ন-তারা চঞ্চলতর তায়,
হরমেতে স্বেদ সম আঁখি-ধারা বয়ে যায় । ৯

কণ্ঠয়ন-ছল করি, হাসি চেপে সখীর।
গেল চলি গৃহ হ'তে ; রাধা প্রেম-অধীরা,

প্রিয়াস্তং পশ্যন্ত্যাঃ স্মরশরসমাহৃতসুভগং
সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদিব দূরং যুগদৃশঃ ॥ ২ ॥

জয়শ্রীবিম্বশ্চৈ মঁহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ
স্বয়ং সিন্দুরেণ দ্বিপরণমুদা মুদ্রিতইব ।
ভুজাপীড়ক্ৰীড়াহতকুবলয়াপীড়করিণঃ
প্রকীর্ত্যস্থিন্দুর্জয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে অভিসারিকা-বর্ণনে সানন্দগোবিন্দে।
নাম একাদশঃ সর্গঃ ।

বসি প্রিয়তম পাশে হানে বাণ নয়নে ।
লাজ গেল লাজে দূরে অতি দ্রুত গমনে । ২

কুবলয়াপীড়ে বধি, হরি, করী-রক্তে
রঞ্জিলা করতল সানন্দ বক্তে ।
মন্দারে সেই ভূজ পূজে জয়লক্ষ্মী ।
সিঁদূরে মাখানো হাত, ত্রিভুবনরক্ষী ।
মুর-জয়ী শ্রীহরির সে ভূজ প্রমুক্ত,
হোক জগতের মাঝে সদা জয়যুক্ত । ৩

ইতি অভিসারিকা বর্ণনে সানন্দগোবিন্দ নামক একাদশ সর্গ সমাপ্ত ।

द्वादशः सर्गः ।

गतवति सखीबन्धे मन्दत्रपाभरनिर्भर-
स्मरशरवशाकुतस्फीतस्मितम्पिताधरां ।
सबसमनसां दृष्ट्वा राधां मूढनर्बपल्लव
प्रसवशयने निष्किप্তाङ्गीमुवाच हरिः प्रियां ॥ १ ॥

गीतम् । २३ ।

विभासरगैकतालीतानाभाः गीयते ।
किशलयशयनतले कुरु कामिनि चरणनलिनविनिवेशः
तव पदपल्लववैरिपराभवमिदमनुभवतु श्रुवेशः । १ ।
ऋणमधुना नारायणमनुगतमनुभज राधिके ॥ प्रवम् ॥

करकमलेन करोमि चरणमहमागमितसि विदूरः
ऋणमुपकुरु शयनोपरि मामिव नूपुरमनुगतिश्रुतं ॥ २ ॥

ছাদশ সর্গ ।

বা স্ত্রীতপীতাম্বর ।

চলে গেল সখীগণ, রাধা আধ সরমে
পল্লব-শেষ পানে চাহে ; স্ত্রীতি মরনে ।
মানস-লালসা তাহে কুটে যেন উঠিল ;
হেরি হরি, স্মিতমুখে প্রেয়সীকে কহিল । ১

ত্রয়োবিংশ গীতি ।

বিভাস একতালা ।

কিশলয় শেষ-পরে চবণ-নলিনীখানি—

ওগো রাধে, কেন আনি পাত না ?
হেরি পদ-পল্লব এ যে শেষ পরাভব
মানিয়ে লভিবে জানি বাতনা । ১

ধরা—

ক্ষণতরে গো
অন্তগত নারায়ণে কর ভজনা ;
রাধিকে !
এ কর-কমলে তব চরণ-চারণ করে’
বিদূরিত করি পণশ্রান্তি ।
কর মোরে ক্ষণতরে চরণ-নূপুর রে !
শয়নে লভিব কত শান্তি । ২

বদনসুধানিধিগলিতমমৃতমিব রচয় বচনমমুকূলং ।
বিরহমিবাণনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি দুকূলং ॥ ৩ ।

প্রিয়পরিবস্ত্রগরভসবলিতমিব পুলকিতমতিদুরবাপং ।
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষণয় মনসিজ্ঞাপং ॥ ৪

অধরসুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসং ।
হ্রয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদগ্ধবপুষ্মবিলাসং ॥ ৫ ॥

শশিমুখি মুখরয়মণিরসনাগুণমমুগুণকণ্ঠনিদাং ।
শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদং ॥ ৬

মামতিবিফলরুশা বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদং ।
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নস্তব বিরম বিস্মজ রতিথেদং ॥ ৭

ও বদনে স্মৃধানিধি-গলিত অমৃত সম
 বরুক বচন, প্রীতি ছড়ায় ।
 বিরহের মত বাধা দিতেছে গো যে বসন,
 দিব তাহা কুচ হতে সরায় । ৩

ছল'ভ পয়োপর, উন্নত পুলকে
 লভিতে আলিঙ্গন, হে ধনী !
 এস, কুচ-ভারে মম বুক পিষে, পলকে
 নাশ মনসিজ-তাপ এখনি । ৪

অধর-স্মৃধার ধার দেহ দাসে, ভামিনী !
 মৃত দেহে নব প্রাণ লভিব ।
 তোমাতে মগন মম প্রাণ মন, কামিনী !
 এ তাপ-দহন কত সহিব ? ৫

শশীমুখী ! মুখরিত কর মণি-রসনা ;
 তোমার চরণ-অনুকারী সে ;
 শ্রবণ বিফল শুনি পিক-রুত ললনা !
 অবসাদ হবে দূর তারি হে । ৬

আকুল করিলে মোরে বিফলে যে কৃষিয়া ;
 লাজে অঁাখি তাই আধ মিলিত ।
 আর কেন রাখ বাধা ? মোরে ভালবাসিয়া
 কর চিত প্রীতি-স্মৃথ-নিচিত । ৭

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমনুপদনিগদিতমধুরপুমোদং ।
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরসভাববিনোদং ॥ ৮

প্রত्यूহঃ পুলকাস্কুরেণ নিবিড়ান্লেষে নিমেষণে চ
ক্রীড়াকৃতবিলোকিতেহধরসুধাপানে কথানস্মৃতিঃ ।
আনন্দাধিগমেন মনুগকলাযুদ্ধেহপি যস্মিন্নভূৎ
উদ্ভূতঃ স তয়োবভূব সুরতারস্তঃ প্রিয়স্তাবুকঃ ॥ ১ ॥

দোৰ্ত্যাং সংযমিতঃ পয়োধরভরেণাপীড়িতঃ পাণিজৈঃ
আবিক্রো দশনৈঃ ক্ষতধরপুটঃ শ্রোণীতেনোহতঃ ।
হস্তেনানমিতঃ কচেহধরসুধাপানেন সস্মোহিতঃ
কাস্তঃ কামপি তৃপ্তিমাণ তদহো কামস্ত বামা গতিঃ ॥ ২

হরির হরষভরা গাথা কবি রচিল ;
রসিকের চিত অতি প্রীতি-রসে ভরিল । ৮

গাঢ় আলিঙ্গনে প্রীত তনু হ'ল রোমাঞ্চিত,
উপজিল বাধা তার বুকে বুকে বাধিতে ;
কোল-কালে একি বাধা ! মুদে আসে আঁখি-পাতা
প্রিয়া-মুখ-দরশন সুখটুকু ছাদিতে ।
অধরের সুধা-পানে নর্ন-কথা বাধা আনে ;
সুখ-কেলি শেষ পায় আনন্দের জনমে ।
বাপাশুলি সুখ আনে সুরতের অবসানে ;
বাধা বিনা কোথা সুখ উপজে বা মরমে ? ১

শ্রীরাগ, বাহুর ডোরে হরিকে বাপিয়া জোরে
পরোধর-ভারে তার পীড়িলেন বক্ষ ;
করষুগে কেশ টানি' দশনে অধর হানি'
রমে রাধা, সুধাপান করি প্রাণে লক্ষ্য ।
কৃষ্ণ অঙ্গ বিমোহিয়ে— সুপীন জবন দিবে
আঘাতিল। দন ঘন করি রতি-বন্দ্য ।
কামের কি বামা গতি ! আঘাতেই সুখ অতি !
লভিলেন হরি তাহে পরম আনন্দ । ২

মারাক্ষে রতিকেলিসঙ্কুলরণারন্তে তয়া সাহস-
 প্রায়ং কাস্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারন্তি যৎসম্ভ্রমাৎ,
 নিম্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলিতা দোবল্লিরুৎকম্পিতং
 বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিদ্ধ্যতি ॥ ৩

মীলৎদৃষ্টি মিলৎকপোলপুলকং শীৎকারধারাবশাৎ
 অব্যক্তাঙ্কুলকেনিকাকুবিকসদন্তাং শুধোতাধরং,
 স্বাসোন্নক্ৰপয়োধরোপরি পরিষঙ্গী কুরঙ্গীদৃশো-
 হর্ষোৎকর্ষবিমুক্তিনিঃসহতনোর্ধন্থো ধয়ত্যাননং ॥ ৪ ॥

তস্তাঃ পাটলপাণিজাক্রিতমুরো নিদ্রাকষায়ে দৃশৌ
 নির্ধৌতোহধরশোণিম! বিলুলিতাঃ অস্তুঅজো মূর্দ্ধজাঃ ।
 কাঞ্চীদাম দরল্লাখাঞ্চলমিতি প্রাতর্নিখাতৈদৃশোঃ
 এভিঃ কামশরৈস্তদন্তুতমভুৎপতু্যর্মনঃ কীলিতং ॥ ৫ ॥

হারিকে করিতে জয় আজি রতি-যুদ্ধে
 উঠিলেন রাধা তাঁর বক্ষের উর্দ্ধে ।
 ঘন তাড়নায় পরে শ্রোণী হ'ল শ্রান্ত ;
 কাঁপে বুক, বাহু-যুগ শিথিল ও ক্লান্ত ।
 মুদে এল আঁখি ! রণ করে বালা তবুও ।
 পুরুষের কাজে নারী পটু নহে কভুও । ৩

আঁখি-পাতা পড়ে ভেঙ্গে, কপোল উঠিল রেঙ্গে,
 শীৎকার-কাকলিতে হেলে-পড়া অধরে
 দন্তের কোমুদী বিকশিল কত রে !
 শ্বাসে কাঁপে পয়োধর হরির বৃকের পর,
 শিহরি শিহরি স্নেহে পড়ে রাধা এলায়ে ;
 চুখিলা হরি তায় স্নেহে মুখ হেলায়ে । ৪

নখ-রেখাঙ্কিত কুচ পাটল বরণ ;
 নিদ্রাবেশে কষায়িত হইল নয়ন ;
 নিধৌত অধর-রাগ, লুপ্তিত কুন্তল ;
 শ্রান্ত মাল্য, কাঞ্চীদাম হ'ল শ্লথাকুল ।
 প্রভাতে হেরিবামাত্র এই পঞ্চশর ;
 বিধিল সে বাণ আসি হরির অন্তর । ৫

ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ শ্বেদলোলৌ কপোলৌ
 ক্লিষ্টাদর্শাধরশ্রীঃ কুচকলসরুচা হারিতা হারযষ্টিঃ ।
 কাঞ্চী কাঞ্চিদ্ গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য সদ্যঃ
 পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতস্রঙ্খরৈয়ং ধিনোতি ॥ ৬
 ইতি মনসা নিগদন্তুং সুরভাস্তে সা নিতান্তখিন্নাজী ।
 রাধা জগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দং ।

গীতম্ । ২৪ ।

রামকিরীরাগ যতিতালভ্যাং গীয়তে ।

কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে ।
 মৃগমদপত্রকমত্র মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে ॥ ১ ॥
 নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥ ধ্রুবম্ ।

অলিকুলগঞ্জনমঞ্জরকং রতিনায়কশায়কমোচনে ।
 হৃদধরচুস্বনলম্বিতকজ্জলমুজ্জ্বলয় প্রিয় লোচনে ॥ ২ ॥

“শিখিল অলকাবলী, এলান কুঙ্কল
 শ্বেদ-বিন্দু ঝলিছে কপোলে ;
 চুষনে অধরখানি থিন্ন অনুজ্জল ;
 স্রস্ত ন্যাক্ষী নিতম্বের কোলে ;
 মর্দিত কুচের রুচি স্নান করে হার ;
 স্তন ও জঘন ঢাকি করে
 চাহে সুরমিতা বালা লাজে বার বার ।”
 এই চিন্তা কৃষ্ণের অন্তরে । ৬
 এই চিন্তা হরি প্রাণে, রাধা ছিল ক্লান্তা ;
 নাথবে তখন কহে আদরেতে কান্তা ।

চতুর্বিংশ গীতি ।

রামকিরী রাগ ; যতি তাল ।

ওগো যহ্ননন্দন ! স্মৃশীতল চন্দন-
 সম কর রাখ মম কুচ-যুগ পরশি’ ;
 মৃগমদে চিহ্নিত কর, কুচ উন্নীত ;
 পল্লব-যুত হবে মঙ্গল কলসী । ১

পূয়া—লভি বনে অনঙ্গ- প্রীতি বিবিধা,
 কহে যহ্ননন্দনে রাধিকা ।

অলিকুল-গঞ্জন নয়নের অঞ্জন,
 চুষনে গেছে মুছে ; আর বার
 রক্তি-পতি-শর সম করি অতি মনোরম,
 উজ্জল কাজলে ভূষা কর তার । ২

নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে
মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে ॥ ৩

ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তুমুপরি রুচিরং স্মৃচিরং মম সম্মুখে ।
জিতকমলে বিমলে পরিকর্ষয় নর্ম্মজনকমলকং মুখে ॥ ৪

মৃগমদরসবলিতং ললিতংকুরু তিলকমলিকরজনীকরে ।
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রামিতশ্রমশীকরে ॥ ৫ ॥

মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজধ্বজচামরে ।
রতিগলিতে ললিতে কুসুম্যানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে ॥ ৬

সরসঘনে জঘনে মম শম্বরদারণবারণকন্দরে ।
মণিরসনাবসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় হৃন্দরে ॥ ৭ ॥
শ্রীজয়দেববচসি জয়দে হৃদয়ং সদয়ং কুরু মণ্ডনে ।
হরিচরণস্বরণামৃতকৃতকলিকলুষজ্বরখণ্ডনে ॥ ৮ ॥

কুরঙ্গের মত আঁধি দিঠির তরঙ্গে মাখি
কাম-পাশ রচ শ্রুতি-মূলে গো ;
মনে এই সাধ করি, আজি তুমি ওহে হরি!
সাজাইয়ে দাও তারে ছলে গো । ৩

কমল-বিমল মম বদনেতে, অলিসম
আলুথালু কেশ-ভার ভাসিছে ।
সরায়ে সে কেশ হরি, বেঁধে দাও স্নকবরী,
নহিলে যে সখীগণ হাসিছে । ৪

ললাট হইতে মুছি শ্রমজল, আঁক শুচি
ললিত-তিলক অতি যতনে ;
কনক-চাঁদেতে যেন শোভিছে তিলক হেন ;
ফুটিবে অমল শোভা বদনে । ৫

চুলগুলি গেছে থুলে ; বাঁধিয়া সাজাও ফুলে ;
শিখী-পাখা সম কেশ, জান ত ?
মনমথ-ধ্বজ'পরি চামরটি অনুকরি'
রুচির চিকুর বাঁধ, মানদ ! ৬

এ মম সরস, ঘন জঘনেতে আভরণ
দাও মণি-মেথলে ও বসনে ।
কাম-করী-কন্দর সম সে যে সুলন্দর ।
জয়দেব ভণে পাপ-নাশনে । ৭-৮ ।

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ কপোলয়োঃ
 ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চঃ স্রজা কবরীভরং ।
 কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নৃপুরৌ
 ইতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোরোহপি তথাকরোৎ ॥

পর্যাক্ষীকৃতনাগনায়কফণাশ্রেণীমণীনাং গণে
 সংক্রান্তপ্রতিবিশ্বসম্বলনয়া বিভ্রমিভূপ্রক্রিয়াং ।
 পাদাস্তোরুহধারিবারিধিসুতামক্কাং দিদৃক্ষুঃ শতৈঃ
 কায়বৃহমিবাচরন্নুপচিতিভূতো हरिः पातु वः ॥ ২ ॥

ভ্রামপ্রাপ্য ময়ি স্বয়ংবরপরাং ক্ষীরোদভীরোদরে
 শঙ্কে স্তুন্দরি কালকূটমপিবন্মূঢ়ো যুড়ানীপতিঃ ।
 ইত্থং পূর্বকথাতিরজ্জমনসো নিক্ষিপ্য বন্ধোহঞ্চলং
 পদ্মায়ান্তনকোরকোপরিমিলয়েত্রো हरिः पातु वः ॥ ৩ ॥

যদগাক্ষর্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ বদৈক্যং
 যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতং ।
 তৎ সর্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাস্থনঃ
 সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু হৃদয়িঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ ৪ ॥

রাধার বচনে প্রীত হইল হরির চিত ;
 রচিলেন প্রসাধন যতনে ।
 কুচ ও কপোল-তলে অঁকি পাতা ফুল দলে,
 ১ কাঞ্চী দিলেন ঘন জঘনে ।
 বলয় পরায়ে হাতে দিলেন নুপুর পাদে ;
 ফুল-মালা কবরীর বাঁধনে । ১

অনন্ত নাগের-ফণা-বিরচিত পর্য্যঙ্কের পর,
 হরির শরীর-ছাতি ফণা-মণি-আলোকে তাস্বর ;
 শত শত চক্ষু যেন লক্ষ্মীরূপ দেখিবার তরে
 অনন্ত-শয়নে বিভূ । রক্ষা তুমি কর প্রভু নরে । ২

“ক্ষীরোদ-সাগর-তীরে, হে সুন্দরী, তুমি স্বয়ংবরে
 মোরে দিলে বরমালা ; হর তাই ব্যথিত অন্তরে
 করিলেন বিষপান ।” শুনি তাহা লক্ষ্মী হরি-মুখে,
 স্বরি পূর্ব্ব কথা যত, আনন্ডনা হইলেন সুখে ।
 অবসর পেয়ে হরি সরাইয়া বন্ধের অঞ্চল,
 হেরিলেন কুচ-পদ্ম । তিনি সবে করুন মঙ্গল । ৩

শিখিতে পণ্ডিতগণ নৃত্য-গীত-কলা,
 কাব্যশিল্প, আদিরস, ভকতি অচলা,
 হরিভক্ত সুধী জয়দেব-বিরচিত
 এ গীতগোবিন্দ কাব্য পড়িবে নিশ্চিত । ৪

সাধবী মাধবীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শৰ্করে কৰ্করাসি
 দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যস্তি কে স্বাময়ত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে ।
 মাকন্দ ক্রন্দ কাস্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছস্তি যাব-
 ন্তাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবশ্চ বিধিষ্যাংসি ॥ ৫ ॥

শ্রীভোজদেবপ্রভবশ্চ বামাদেবীশ্চ ত্রীজয়দেবকস্য
 পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্তমস্ত ॥ ৬ ॥
 ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে সূপ্রীতপীতাশ্বরৌ

নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

সমাপ্তমিদং কাব্যং ।

শৃঙ্গার-রসযুত এ কবিতা-গুচ্ছ
 থাকিতে জগত মাঝে
 সীধুতে কি মধু আছে ?
 শরীর কঙ্কর ; দ্রাক্ষা ত তুচ্ছ !
 নীর সম ক্ষীর যত,
 অমৃত হইল হত ;
 কাদ তুমি সহকার হাহা রবে কলিয়া !
 হে বকুল, রসাতলে যাও তুমি চলিয়া । ৫

ভোজদেব-সুত আমি, বামা দেবী মা আমার ;
 জয়দেব নাম মোর, কবি এই কবিতার ।
 পরাশর আদি মম বন্ধুর কণ্ঠে
 শ্রীগীতগোবিন্দ হয় গীত মধু-ছন্দে । ৬
 ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ নামক দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ সমাপ্ত ।

